NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ইংল্যান্ড সিরিজের পরে ঠিক হবে রিঙ্কুর বিয়ের তারিখ

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ী পাকিস্তান ৭

কলকাতা ২০ জানুয়ারি ২০২৫ ৬ মাঘ ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.01.2025, Vol.18, Issue No. 220, 8 Pages, Price 3.00

ক্যামেরায় বাঘ

■ রবিবার ভোরে ফের ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গতিবিধি। বন দপ্তর সূত্রে খবর, ভোর ৫টা ৫১ মিনিটে ট্র্যাপ ক্যামেরায় তাকে দেখা গিয়েছে। ফলে বাঘটি যে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের রাইকা পাহাড়েই রয়েছে, সে ব্যাপারে এক রকম নিশ্চিত বনকর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় গ্রামবাসী ও হুলা পার্টিকে নিয়ে মোট ১৪ দলে ভাগ হয়ে রাইকা পাহাড়ে তল্লাশি অভিযানের পরিকল্পনা।

হাতির হানা

■ আচমকাই হাতির দলের সামনে পড়ে পালানোর চেষ্টা বিফলে। শুঁড়ে তুলে তাঁকে রাস্তায় আছাড় মারলে মৃত্যু বেলদার এক বৃদ্ধের। ওড়িশা থেকে সীমানা পেরিয়ে একটি হাতির দল ঢুকে পড়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা রেঞ্জের দাঁতন থানা এলাকায়। পড়শি রাজ্যের জলেশ্বর রেঞ্জের দিক দিয়েই মোয়ারুই, পলাশিয়া, মালপাড়া এলাকায় ঢুকে পড়ে এক দল হাতি। সেই দলে ছিল ১৪-১৫টা হাতি।

অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

■ গোয়ালপোখরকাণ্ডে এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। ধৃতের নাম শেখ হজরত। পুলিশের ওপর গুলি চালানোর জন্য তিনিই আসামি সাজ্জাক আলমের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছিলেন। শনিবার ভোরে বাংলাদেশ পালানোর সময় পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় সাজ্জাকের। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে গত বুধবার সাজ্জাক আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিলেন ইসলামপুর আদালত চত্বরেই। জানা যায়, বছর ২৪-এর ওই আসামির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন শেখ হজরতই।

বিশ্ব জয় ভারতের

■ চলতি বছর খো-খো বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ভারতের মাটিতে। ঘরের মাঠে সেই সুযোগের দারুণ সদ্ব্যবহার করল ভারতের মহিলা দল। ফাইনালে ভারত পরাজিত করল প্রতিবেশী দেশ নেপালকে। ম্যাচের প্রথম টার্নেই ভারত প্রতিপক্ষ দলের থেকে ৩৪-০ পয়েন্টে এগিয়ে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় রাউন্ডে লড়াই ফিরে ভারতকে দারুণ টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করে নেপাল। কিন্তু তারা হার মানে প্রিয়ঙ্কা ইঙ্গলে, বৈষ্ণবী পাওয়ারদের গতির কাছে।

প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় অগ্নিকাণ্ড।

অগ্নিগ্রাসে মহাকুম্ভ

গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন, পুড়ল সন্ন্যাসীদের তাঁবু

প্রয়াজরাজ, ১৯ জানুয়ারি: প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলায় অগ্নিকাণ্ড। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। রবিবার দুপুরে শাস্ত্রী ব্রিজের কাছে সেক্টর ১৯ চত্বরে আগুন লেগে যায়। নিমেষে সেই আগুন বড় আকার ধারণ করতে শুরু করে। আগুনের গ্রাসে চলে যায় আশপাশের বেশ কিছু তাঁবুও। পরিস্থিতি তদারকি করতে ঘটনাস্থলে যান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মহাকুম্ভের খবর নিতে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ফোন করেন উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রবিবার বিকেলে আগুনের উৎস ছিল গীতা প্রেসের তাঁবু। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর সরকারি ভাবে এ কথা জানানো হয়েছে। গীতা প্রেসের এই তাঁবুটি রয়েছে কুম্ভমেলা প্রাঙ্গণের ১৯ নম্বর সেক্টরে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এডিজি ভানু ভাস্কর জানান, বিকেল ৪টে ৮ মিনিটে তাঁরা আগুন লাগার খবর পেয়ে তিন মিনিটের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান পুলিশকর্মীরা। দমকল, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দলও সেখানে পৌঁছয়। দ্রুত পুণ্যার্থীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল ৪টে ৩০ মিনিটে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আপাতত ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষতে শুরু করেছে প্রশাসন।

গীতা প্রেস থেকেই যে আগুন ছড়িয়েছে, একথা পুলিশ এবং জেলাশাসক উভয়েই বললেও, আগুন লাগার সময় নিয়ে পুলিশের সঙ্গে জেলাশাসকের বক্তব্যের ফারাক দেখা গিয়েছে। প্রয়াগরাজের জেলাশাসক রবীন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ আগুন লাগে। এ দিকে এডিজির বক্তব্য, আগুন লেগেছিল বিকেল ৪টে ৮ মিনিটে।

এবিষয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়, যোগী পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের একটি দলও ঘটনাস্থলে পাঠাবেন। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এ কথা জানানোর কিছু সময় পরেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান যোগী স্বয়ং। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। প্রয়াগরাজে পূর্ণকুম্ভের সমাজমাধ্যম হ্যান্ডল 'মহাকুম্ভ ২০২৫' থেকে

একটি পোস্ট করে অগ্নিকাণ্ডের কথা জানানো হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মহাকুম্ভে অগ্নিকাণ্ড সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। উদ্ধার এবং ত্রাণের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করছে প্রশাসন। আমরা মা গঙ্গার কাছে সকলের সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।'

জানা গিয়েছে, শুরুতে একটি তাঁবুর ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডারে বিস্ফোরণ হয়। এরপরই দাউদাউ আগুনে জ্বলে ওঠে গীতা প্রেসের তাঁবু। চোখের নিমেষে একাধিক তাঁবুতে ছড়ায় সেই আগুন। আপাতকালীন পরিস্থিতির সামলানোর জন্য মেলার মাঠেই ছিল দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইঞ্জিনগুলি। তড়িঘড়ি কাজ শুরু করেন দমকল কর্মীরা।

কুম্ভমেলার জন্য প্রয়াগরাজে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়েছে। বিস্তীর্ণ মেলা প্রাঙ্গণকে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন। সেক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে আগে থেকে। মোতায়েন রয়েছেন দমকলকর্মীরাও। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করেন। দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন এবং অ্যাম্বুল্যান্স দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একটি দলও সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। দমকলকর্মী এবং এনডিআরএফের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

আজ আরজি কর কাণ্ডে কি সর্বোচ্চ সাজা ঘোষণা?

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনার সাজা ঘোষণা। শনিবার শিয়ালদা আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ওই মামলার রায় ঘোষণা করেন। দোষী সাব্যস্ত করা হয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে। তিনি সঞ্জয়কে জানিয়ে দেন, তাঁর অপরাধ প্রমাণিত। তিনিই ৯ অগস্ট আরজি কর হাসপাতালে ঢুকে মহিলা চিকিৎসককে আক্রমণ করেন, তাঁর যৌন হেনস্থা করেন এবং তাঁকে গলা টিপে খুন করেন। সাক্ষীদের বয়ান এবং সিবিআইয়ের তথ্যপ্রমাণের ওপর ভিত্তি করে সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছে বলে জানান বিচারক। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ আবার এজলাস বসবে, সেখানে সঞ্জয়, তাঁর আইনজীবী এবং নির্যাতিতার পরিবারের বক্তব্য শুনবেন বিচারক। তারপর দুপুরে সঞ্জয়ের শাস্তি ঘোষণা করবেন।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার যে যে ধারায় সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে, তাতে ধর্ষণ এবং খুনের অপরাধে সর্বোচ্চ ফাঁসির সাজা হতে পারে। সঞ্জয়কে সোমবার যে সাজাই দেওয়া হোক, তিনি নিম্ন আদালতের ওই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারবেন। প্রথমে হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে আবেদন করতে হবে সঞ্জয়কে। সেখানে নিম্ন আদালতের রায় বহাল থাকলে সঞ্জয় যেতে পারবেন ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেও তাঁর আর্জি খারিজ হলে মামলা করা যাবে সুপ্রিম কোর্টে। সঞ্জয়কে যদি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং শীর্ষ আদালতও যদি তা বহাল রাখে, সে

ক্ষেত্রে তাঁর শেষ ভরসা রাষ্ট্রপতি। তাঁর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করতে পারবেন সঞ্জয়। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা না-করলে দণ্ড কার্যকর হবে।

উল্লেখ্য, শনিবার বেলার দিকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে প্রিজন ভ্যানে আদালতে নিয়ে আসা হয় সঞ্জয়কে। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সঞ্জয়কে আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়। রায় ঘোষণার পরেও তাঁকে 'ফাঁসানো' হয়েছে বলে বারবার তিনি দাবি করেন। তবে সঞ্জয়ই যে দোষী, আদালত তা জানিয়ে দিয়েছে। এখন জল্পনা শুরু হয়েছে তাঁর সম্ভাব্য শাস্তি নিয়ে। সঞ্জয়ের কী শাস্তি হতে পারে, শনিবারই বিচারক তার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেনসঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৪, ৬৬, ১০৩(১) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল। চার্জ গঠনও করা হয় ওই ধারাগুলিতেই। বিচারক ওই সমস্ত ধারা উল্লেখ করে তাতে সম্ভাব্য কী কী শাস্তি হতে পারে, তা সঞ্জয়কে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ৬৪ নম্বর ধারায় ধর্ষণের ঘটনায় সর্বোচ্চ ১০ বছর বা তার বেশি কারাদণ্ড হতে পারে। খুনের ঘটনায় ২৫ বছর থেকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। যে ভাবে সঞ্জয় গলা টিপে হত্যা করেছেন, তাতে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে তাঁর। সঞ্জয়কে বিচারক বলেন, 'যে ভাবে আপনি গলা টিপে হত্যা করেছেন, তাতে যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। আপনার এবং আপনার আইনজীবীর কথা সোমবার শুনব। আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে। কী শাস্তি, সেটা সোমবার জানাব।'

সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করার পরে নির্যাতিতার বাবা-মা বিচারকের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তবে নির্যাতিতার পরিবার-সহ অনেকেই বলছেন, আরজি করের ঘটনায় এক নন, একাধিক ব্যক্তি জড়িত। তাঁদেরও শাস্তি চাই। কেউ কেউ আবার বলছেন, সঞ্জয়কে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছে। সঞ্জয়ের পরিবার অবশ্য এই রায়ে নিরুত্তাপ। প্রথম থেকেই তাঁরা সঞ্জয়ের সঙ্গে 'দূরত্ব' বজায় রেখেছিলেন। শনিবার তাঁর দিদি জানান, নিম্ন আদালতের রায়কে তাঁরা চ্যালেঞ্জ করবেন না। সরকার যা ঠিক মনে করবে, তাই যেন করে।

সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করার সময়ে বিচারক দাস বলেন, 'আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনি ৯ অগস্ট ভোরের দিকে আরজি কর হাসপাতালে ঢুকেছিলেন। সেখানে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর এক মহিলা চিকিৎসককে আক্রমণ করেন। তাঁর মুখ চেপে ধরেন। গলা টিপে ধরেন। তাতেই উনি মারা যান। আপনি যৌন হেনস্থাও করেন। যে সাক্ষীদের জেরা করা হয়েছে এবং সিবিআইয়ের আইনজীবীরা যা নথি ও তথ্য নিয়ে এসেছেন, তাতে আপনার অপরাধ প্রমাণিত। আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করা হল।'

এদিকে, রায় ঘোষণার পরে নিজের গলার রুদ্রাক্ষের মালার কথা উল্লেখ করে চিৎকার করে সঞ্জয় বলে ওঠেন, 'আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা আছে। এই মালা পরে কি আমি এই অপরাধ করব?' এমনকি বিচারকের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি ওখানে কিছু করলে আমার রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়ে পড়ে যেত। আমাকে পুরো ফাঁসানো হচ্ছে। স্যর, আপনি কি বুঝতে পারছেন? আমি গরিব। আমি এই কাজ করিনি। যারা করেছে, তাদের কেন ছাড়া হচ্ছে?' এই মামলায় এর আগে রুদ্রাক্ষের মালার প্রসঙ্গ ওঠেনি। সঞ্জয়ের গ্রেফতারির পরেও ওই মালার কথা বলা হয়নি। এমনকি, সিবিআইয়ের চার্জশিটেও তেমন কিছু নেই।

'মন কি বাত'-এ নেতাজি প্রসঙ্গ, কমিশনের প্রশংসা মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীর আগে তাঁর ছদ্মবেশে কলকাতার বাড়ি ছাড়ার কথা উঠে এল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে। ব্রিটিশ পুলিশ নেতাজিকে নিজের বাড়িতেই নজরবন্দি করে রেখেছিল। সেখান থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান তিনি। ছদ্মবেশধারী নেতাজি কলকাতা থেকে গোমো পৌঁছনোর সেই উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রার কথা রবিবারের বেতারবার্তায় স্মরণ করলেন মোদি। সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি। ভোট প্রক্রিয়াকে আরও মজবুত এবং আধুনিক করার জন্য কমিশনকে ধন্যবাদ জানান মোদি।

সাধারণত প্রতি মাসের শেষ রবিবার মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান হয়। তবে এবারের শেষ রবিবার সাধারণতন্ত্র দিবস পড়েছে। তাই মাসের তৃতীয় রবিবারেই 'মন কি বাত' সম্প্রচারিত হয়েছে। রবিবারের বেতারবার্তায় নির্বাচন কমিশন, কুম্ভমেলা, সাধারণতন্ত্র দিবসের পাশাপাশি একটি বড় অংশ জুড়ে থেকেছে নেতাজির প্রসঙ্গ।

সুভাষচন্দ্রের গোমোযাত্রার কথা স্মরণ করে মোদি বলেন, 'এক মুহূর্তের জন্য সেই দৃশ্যটি মনে মনে ভাবুন। জানুয়ারি মাসের কলকাতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন চরম পর্যায়ে। ভারতেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ চরমে পৌঁছে গিয়েছে। তাই শহরের প্রতিটি কোনায় কোনায় পুলিশ মোতায়েন করে রাখা হয়েছে। বিশেষ করে শহরে একটি বাড়ির দিকে পুলিশের নজর আরও বেশি। তারই মধ্যে রাতের অন্ধকারে একটি লম্বা ঝুলের খয়েরি রঙা কোট, প্যান্ট এবং মাথায় কালো টুপি পরে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন এক জন। উঠে বসলেন গাড়িতে। কড়া পুলিশি নজরদারির বেশ কয়েকটি চেকপয়েন্ট পার করে গাড়িটি গিয়ে পৌঁছল গোমো রেল স্টেশনে।'

গোমো স্টেশনটি এখন ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পড়ে। স্মৃতিচারণা করতে করতে মোদি জানান, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে গোমো পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন ধরেন সেই ব্যক্তি। পরে আফগানিস্তান হয়ে ইউরোপে পৌঁছন। ব্রিটিশ শাসনের দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকার পরেও তিনি তা পেরেছিলেন। মোদি বলেন, 'এই কাহিনি আপনাদের কাছে কোনও সিনেমার মতো মনে হতে পারে। তাঁর এই অসীম সাহসিকতার কথায় আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছে। এই ব্যক্তি আর কেউ নন, তিনি আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।' ২০২১ সাল থেকে প্রতি বছর নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর জন্মজয়ন্তীকে পরাক্রম দিবস হিসাবে পালন করা হয়। রবিবার মোদি বলেন, নেতাজির এই সাহসিকতার কাহিনিটিও তাঁর পরাক্রমের পরিচয় দেয়।

এ ছাড়া মোদির কথায় উঠে আসে নির্বাচন কমিশনের প্রসঙ্গও। আগামী ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস। এই দিনেই নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছিল। এবছর দেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার ৭৫ বছর বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই কারণে এবারের প্রজাতন্ত্র দিবস বিশেষ ভাবে স্মরণীয় বলে জানান মোদি। বছরের প্রথম এই মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন কমিশনের ভূয়সী প্রশংসা করে মোদি বলেন, 'আমি নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বিভিন্ন সময়ে কমিশন আমাদের ভোট প্রক্রিয়ায় আধুনিকিকরণ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটপ্রক্রিয়ার উন্নতি করেছে।'

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'কমিশন যে ভাবে স্বচ্ছ নির্বাচন করাচ্ছে তাতে তাদের শুভেচ্ছাবার্তা প্রাপ্য। একই সঙ্গে দেশবাসীর কাছেও আমার অনুরোধ, আপনারা ভোট দিন। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যতটা বেশি করে সম্ভব অংশগ্রহণ করুন, এবং সেটাকে শক্তিশালী করুন।' প্রধানমন্ত্রীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ সদ্যই মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রবল ভাবে সরব হয়েছিল কংগ্রেস। তাদের দাবি ছিল মহারাষ্ট্রের গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াই ভুলে ভরা। ইভিএমের মতো আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারেও আপত্তি বিরোধী শিবিরের। ইদানিং ইভিএম ছেড়ে ব্যালট ফেরানোর ডাকও মাঝে মাঝেই শোনা যায়। মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদি ঘুরিয়ে বিরোধীদেরই বার্তা দিয়ে দিলেন।

সইফ কাণ্ডে ধৃত বাংলাদেশি! পাঁচ মাস আগে এদেশে আসে

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি: মুম্বইয়ের বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে পতৌদি পরিবারের 'ছোটে নবাব' সইফ আলি খানের ওপর ধারালো অস্ত্রের হামলার তিন দিন পর সেই ঘটনায় উঠে এল 'বাংলাদেশি' তত্ত্ব। রবিবার

বিস্ফোরক তথ্য মুম্বই পুলিশের হাতে

ভোরে মুম্বই পুলিশ ঠাণে এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে এক ব্যক্তিকে। দাবি, ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ধারালো অস্ত্র।

পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধের কিছুটা পরেই সইফের বিলাসবহুল বাড়ির সামনে আসে দুষ্কৃতী। ঘোরাফেরা করতে শুরু করে। রাতের দিকে খেয়াল করে নিরাপত্তারক্ষী ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই সময় লিফটের জন্য একটি ফাঁকা জায়গার সাহায্যে বাড়ির ১১তলায় যায়, সেখানেই ছিল অভিনেতার সন্তানদের ঘর। ওই ঘরের পাশেই ছিল শৌচালয়। সেখানেই প্রথমবার জের দেখভালের দায়িত্বে থাকা পরিচারিকার সঙ্গে মুখোমুখি হয় আততায়ী। আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে চুপ করায় সে। পরিচারিকার থেকে ১ কোটি টাকা দাবি করে। বাদানুবাদ হওয়ার ফাঁকে সইফ দৌড়ে আসে। তারপর ছুরি দিয়ে আঘাত করে দুষ্কৃতী।

পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার দিন প্রথমে সে ওরলি আসে। থানে থেকে ট্রেনে ওঠে। সেখানে বাইকে চড়ে এক যুবক আসে। ওই বাইকের নম্বরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ বলছে, ওই হামলাকারীর কাছে এমন কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে যা ইঙ্গিত করে সে আসলে বাংলাদেশি।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা

আমমোক্তারনামা দলিল নং- ০২ সাল- ১৯৮৫। আমমোক্তারনামা ব্যক্তি নমিতা সরকার, স্বামী- মৃত বারীন্দ্রনাথ সরকার। সাং- চন্দ্রভাগ, বাগনান, হাওড়া ক্রেতা- অভিনন্দন মেটিয়া, পিতা- শ্যামসুন্দর মেটিয়া। সাং- আমচটা, কুল্টিকরী, শ্যামপুর, হাওড়া। এই বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে জানাতে হবে এবং আদালতের মাধ্যমে তা নিষ্পত্তি হবে। উল্লেখ্য জমিটির দাগ নং (হাল) ৯৬০ ও মৌজা -চাঁপাবাড়।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা, হুগলী, মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত সন ২০২৪ সালের ২৬নং এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী-সুভাষ দাস

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গৌর চন্দ্র দাস পিতা স্বর্গীয় বিজয় কৃষ্ণ দাস, সাং-নবগ্রাম, পোঃ মানকুন্ডু, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী মহাশয় গত ইংরাজী ২৯/১২/২০০৯ তারিখে উল্লিখিত বাসভবনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার কর্তৃক গত ইংরাজী ১৬/০৮/১৯৯৯ তারিখে দরখাস্তকারী শ্রী সুভাষ দাসের অনুকূলে ভদ্রেশ্বর থানার অধীন ৩নং জে এল ভুক্ত, মৌজা নবগ্রাম সাকিমে ৩৬৮ নং খতিয়ান ভুক্ত ১১৫৪ নং দাগে বাস্তু .১০৮ সহস্রাংশ এবং এল আর খতিয়ান নং ১২০ কৃঃ ভুক্ত ১২৮৮ নং দাগে ৪৪ শতক কলাবাগান ও এল আর ১২০ কৃঃ খতিয়ান ভুক্ত ১২৮৭ নং দাগে ২৬ শতক কলাবাগান সম্পত্তি সংক্রান্তে সম্পাদিত এককেতা উইল এর প্রবেট পাইবার জন্য তদ্ কর্ত্তৃক নিযুক্তীয় এক্সিকিউটর শ্রী সুভাষ দাস, পিতা স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র দাস, সাং-নবগ্রাম, পোঃ মানকুন্ডু, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, মহাশয় অত্র আদালতে উপরোক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

এ বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত আদালতে তাহা জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক এক তরফা শুনানী হইবে।

আদেশানুসারে,
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর, হুগলী
১৩/১২/২০২৪

দরখাস্তকারীর পক্ষে
আবুল কালাম সেখ
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রীমতী দূর্বা ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী সমীর ব্যানার্জ্জী সাকিম মানকুন্ডু গড়েরধার, চন্দননগর, হুগলী- ৭১২১৩৬, ২) **শ্রীমতী প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়** স্বামী শ্রী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় সাকিম ৭/৩৯৩ পালপুকুর রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ৩) **শ্রীমতী অনুভা মুখার্জ্জী** স্বামী শ্রী পূর্ণেন্দু মুখার্জ্জী সাকিম ২৭ খামারপাড়া রায় লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২ মহাশয়াগণ বিগত ইং 12/03/2021 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2361/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী গৌরব চক্রবর্ত্তী**, পিতা ৺নিত্যগোপাল চক্রবর্ত্তী সাকিম ৭/৩৯৩ পালপুকুর রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল ও অপর সরিক **শ্রীমতী চম্পা ব্যানার্জ্জী** স্বামী শ্রী বলরাম ব্যানার্জ্জী যৌথভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 22/11/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4030/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী তনিমা সেন** স্বামী শ্রী মিন্টু শীল পিতা ৺মুকুল সেন সাকিম শরৎ সরণী মনসাতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়াকে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালী, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৮৪২৯, ৮৪৩০, ৮৪৩১, ৮৪৩২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২১৯৬/২২৯১ নং তথা হাল এল.আর. ৩১৬১ নং দাগে ভিটি জমি ০১ কাঠা ১০ ছটাক ১৯ বর্গফুট বা ২.৭২৪৮ শতক আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী তনিমা সেন** স্বামী শ্রী মিন্টু শীল পিতা ৺মুকুল সেন, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

নোটিস

বিষয় : আমমোক্তার দলিলের বিজ্ঞপ্তি

আমি ক্রেতা আবসার আলি, পিতা ফসিউদ্দিন সেখ আলি, গ্রাম ও পোষ্ট - ভট্টবাটি, থানা নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ মিন্য তপশীল বর্নিত সম্পত্তি শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, পিতা রাখহরি মন্ডল, গ্রাম সাজুইমাটি, পোষ্ট- পলসনডা মোড়, থানা নবগ্রাম, জেলা মুর্শিদাবাদ, গত ইং 17/12/15 সালে আমমোক্তারনামা দলিল নং IV-24/15 সালে নবগ্রাম A.D.S.R অফিসে নিস্কৃতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, উক্ত আমমোক্তার দলিল মূলে শ্রী রবীন্দ্রনাথ মন্ডল আমাকে 17/12/15 তারিখে নবগ্রাম A.D.S.R IV-24/15 দলিল নং ক্রয় করি। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উপরের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।তফসিল বর্নিত সম্পত্তি জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা নবগ্রাম, মৌজা সাজুই মাটি JL 47 LR Plot No 226, খতিয়ান নং 74, রকম ডাঙ্গা, পরিমান সাড়ে আট শতক Case No MN/2024/1217/25933

বিনীত
আবসার আলী

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দাতা ঃ (১) শ্রী প্রবীর পাইন, (২) শ্রী সুবীর পাইন, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় বলরাম পাইন, উভয়ের ঠিকানা-সাং- সাচক, পোঃ- চাঁপাডাঙ্গা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০১, পঃবঃ, এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার গ্রহীতা-সহদেব মালিক, পিতা-শ্রী তপন মালিক, ঠিকানা-সাং- সাচক, পোঃ- চাঁপাডাঙ্গা, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪০১, পঃবঃ, সম্পত্তির পরিমান- ৫ (পাঁচ) শতক সম্পত্তি, চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা-সাচক, জে.এল. নং-৬৮, এলআর খতিয়ান নং-৪৬০/১, আর.এস. দাগ নং-৩৯০, এল.আর. দাগ নং-৫০৯, শ্রেনী-শালি, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং MN/2025/0608/337, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৮/ ০১/ ২০২৫ তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

ঋত্বিক কোলে
এ্যাডভোকেট
রেজি. নং. ঃ F1182/2021
ভীমপুর, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯৯৩২৬৮৭৩০২।

প্রয়াত স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি পি.লি ক্যারিশম্যাটিক ডিরেক্টর কল্যাণেশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসিটি প্রাইভেট লিমিটেডের ক্যারিশম্যাটিক ডিরেক্টর কল্যাণেশ্বর সরকার। রবিবার সকালে অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার বয়স ছিল ৫৮। কল্যাণ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হয়েছেন। তারপর বিজ্ঞাপনের কাটথ্রোট জগতে সহজেই স্থানান্তরিত হন। প্রথম দিন থেকে তিনি সামনের দিকে তাকান এবং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এজেন্সিটিকে সম্পূর্ণরূপে আধুনিকীকরণ করেন। কম্পিউটারাইজেশন নিশ্চিত করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড কলকাতার প্রথম সংস্থাগুলির মধ্যে একটি। তিনি স্ট্যান্ডার্ডের পরিধিতে অডিওভিজ্যুয়াল এবং ফিল্ম মেকিং যুক্ত করেছেন। ইদানীং, ভাগ্য নিষ্ঠুরভাবে তার স্বপ্নগুলিকে কেটে ফেলার আগে তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে ঝুঁকছিলেন। কলকাতার সামাজিক দৃশ্যে একটি জনপ্রিয় মুখ, কল্যাণ সকলের পছন্দ ছিলেন। তাঁর প্রয়ানে মর্মাহত পরিবার থেকে প্রতিষ্ঠানের সকল সহযোগীরা।

বাঁশবেড়িয়ার গঙ্গায় ডুবল বাংলাদেশের কার্গো জাহাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঝ গঙ্গায় ঢেউয়ে উথাল-পাতাল। আচমকাই গঙ্গায় ডুবল বাংলাদেশি জাহাজ। তবে যাত্রী ছিল না। কারণ, সেটি বাংলাদেশের কার্গো জাহাজ এমভি বছিরউদ্দিন কাজি। জানা যাচ্ছে, ত্রিবেনী বিটিপিএস থেকে ছাই নিয়ে ফেরার সময় বাঁশবেড়িয়ার গঙ্গায় ডুবে যায় সেটি। দিন কয়েক আগে ব্যান্ডেল থার্মল পাওয়ার স্টেশনের ছাইগাদা থেকে ছাই নিতে এসেছিল ওই বাংলাদেশি কার্গো জাহাজটি। ছাই সংগ্রহ করে দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তারা। ঠিক সেই সময়ই ঘটে যায় এই ঘটনা। জাহাজে থাকা কর্মীরা জানিয়েছেন, হঠাৎ করেই জাহাজের তলায় শব্দ হয় একটি। তারপর ধীরে ধীরে সকলে বুঝতে পারে যে কার্গো জাহাজটিতে জল ঢুকতে শুরু করেছে। এরপর একটা দিক কাত হয়ে যায়। চালকের কেবিন ছাড়া অনেকটাই ডুবে যায়। বাকিটা বুঝতে বাকি থাকেনি কারও। বিপদ বুঝে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন জাহাজের কর্মীরা। জল কমায় কিছুটা অংশ জেগে ওঠে। তারপর ছাই খালি করে জাহাজের ওজন কমানোর চেষ্টা করা হয়।সন্দেশখালি থেকে শ্রমিক নিয়ে এসে চলে কাজ। জানা গেছে সপ্তাহ খানেক লাগতে পারে সব ছাই খালি করতে। তারপর জাহাজ মেরামত করে বাংলাদেশ ফিরতে পারে ওই জাহাজটি।

জাতীয় গ্রন্থাগারে লোকপ্রজ্ঞা যুব সংগঠনের তরফে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। যুব সম্মেলনের আলোচনার আলোচ্য বিষয় ছিল নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এবং স্বামী বিবেকানন্দ।

সইফ কাণ্ডে ধৃত বাংলাদেশি! পাঁচ মাস আগে এদেশে আসে

প্রথম পাতার পর

ধরা পড়ার পরও ভুল নাম বলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল, ওই হামলাকারী ভারতের নাগরিকত্ব প্রমাণ করার মতো কোনও নথি দেখাতে পারেনি।

পরে মুম্বই পুলিশের (অপরাধ দমন) ডিসিপি দীক্ষিত গেদাম জানান, ডাকাতির উদ্দেশ্যে সইফের বাড়িতে চড়াও হওয়া ওই দুষ্কৃতী বাংলাদেশের নাগরিক হতে পারে। পুলিশের দাবি, প্রাথমিক ভাবে ধৃত নিজের নাম বিজয় দাস বললেও পরে জানা যায়, তার আসল নাম শরিফুল ইসলাম শেহজাদ। দীক্ষিত গেদম জানান, আনুমানিক মাস পাঁচেক আগেই বছর ত্রিশের ওই ব্যক্তি এ দেশে এসেছে।

পুলিশের আরও দাবি, গত পাঁচ মাস শরিফুল বিভিন্ন জায়গায় থাকার পর মুম্বই যান দিন পনেরো আগে। এই সময়ই তিনি নিজেকে বিজয় দাস বলে পরিচয় দিতে শুরু করে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে তিনি পরিচয় দিত বলে জানা গিয়েছে। কখনও বিজয় দাস, কখনও বিজয়, কখনও মহম্মদ ইলিয়াস।

ডিসিপি গেদাম বলেছেন, ‘একটি গৃহপরিচর্যাকারী সংস্থার সঙ্গে কাজ করত ধৃত। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই সইফের বান্দ্রার ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল সে। বাধা পেয়ে অভিনেতার ওপর হামলা করে। তারপর পালিয়ে যায়।’ আরও জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের (জোন ৬) ডিসিপি নবনাথ ধ্বভালে এবং মুম্বইয়ের কসরভাদাভালি থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে রবিবার ভোরবেলা পশ্চিম ঠাণের হিরনন্দানি এস্টেট এলাকায় মেট্রো রেলের শ্রমিক বসতি থেকে শরিফুলকে গ্রেপ্তার করেছে।

মুম্বই পুলিশের জোন ৯ এলাকার ‘সৎগুরু শরণ’ আবাসনের ১২ তলায় সইফ-করিনার ফ্ল্যাট। ডিসিপি দীক্ষিত গেদাম জানিয়েছেন, গত বৃহস্পতিবার দাদর থানা এলাকার এক দোকানে হেডফোন কিনতে দেখা গিয়েছিল ওই ব্যক্তিকে। তারপর বান্দ্রা রেলস্টেশনেও দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহভাজনের ছবি দিয়ে সমস্ত রেলস্টেশনে সতর্কবার্তা পাঠায় পুলিশ। তার ফলেই জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস থেকে আটক করা হয় আরও এক ব্যক্তিকে।

সনাতনীদের একমাত্র পীঠস্থান ভারতবর্ষ: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘সনাতনীদের একমাত্র পীঠস্থান ভারতবর্ষ।’ রবিবার সন্ধ্যে কাঁকিনাড়ার ১০ নম্বর গলি মোড়ে দলের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন ১২০০ অসহায় মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সাংসদ বলেন, ‘জেহাদিদের অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে সনাতনীদের পালাতে হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে এপার বাংলায় পালিয়ে আসা সনাতনীদের দেশের নাগরিক না বানালে ওরা কোথায় যাবে।’ তাঁর দাবি, ‘সনাতনীদের একমাত্র পীঠস্থান ভারতবর্ষ। সনাতনীদের উদ্দেশ্যে তাঁর পরামর্শ, ঝাড়ফুক করাতে বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে যাবেন না। গায়েত্রী মন্ত্র পাঠ করলেই বাচ্চা সুস্থ হয়ে যাবে।’ বাংলা বাঁচাতে সনাতনীদের একজোট হওয়ার কথা বললেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের নিশানা করে তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ওরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা নেবে। অথচ ওরা ভোট দেবে সেই তৃণমূলকেই।’ তৃণমূল নেতা অশোক সাউ খুনের ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, মৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের পাশে তাঁরা না দাঁড়ালে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হত না। তৃণমূল নেতা হলেও, অশোক সাউ একজন সনাতনী ছিলেন। তাই তাঁরা ওনার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর দাবি, অশোক সাউ খুনের ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে যাবে। তাঁর কথায়, ‘সনাতন ধর্মকে বাঁচাতে বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান কার্তিক মহারাজ লড়াই শুরু করেছেন। কার্তিক মহারাজের হাত শক্ত করতে সকল সনাতনীদের এগিয়ে আসতে হবে।’ তাঁর অভিযোগ, ‘কাঁটাপুকুর সংলগ্ন বস্তিতে জেহাদিরা বসবাস করছে। ওরা রেশন কার্ড থেকে শুরু করে ভোটার কার্ড কিংবা আধার কার্ড সব বানিয়ে নিয়েছে। যদিও ওই জমিটা পুরসভার। অথচ দখল হয়ে যাওয়া জমি পুরসভা খালি করছে না।’ এদিনের কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপি নেত্রী বেবি তেওয়ারি, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজেপি নেতা সঞ্জয় সিং, সুরজ কুমার সিং, সুদীপ্ত দাস, রাজ বিশ্বাস, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে জানুয়ারি, ৬ ই মাঘ সোমবার। ষষ্ঠী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টত্তরি বুধের র বিংশত্তরি চন্দ্র র মহা দশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বান্ধবের ছদ্মবেশে শত্রু সাবধান। বিদ্যার্থীদের শিক্ষকের জন্য কিছু গোলযোগ সৃষ্টি হবে। দুই সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তানের জন্য গৃহ বিবাদ। পারিবারিক পরিবেশে অশান্তির বাতাবরণ। সাইকেল বা মোটরসাইকেল কেনার জন্য মানসিক দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। আজ ১০৮ বিল্বপত্র শ্বেত চন্দন দ্বারা শিবলিঙ্গের ওপর সমর্পণ করুন, শুভ ফল প্রদান।

বৃষ রাশি : নতুন কোন উৎসাহ বাঞ্জক সংবাদ আনন্দবৃদ্ধি করবে। যারা কর্মের সুজয়া উদ্যো জন্য লড়াই করছেন, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য লড়াই করছেন, তারা একজন প্রতিবেশী, দুজন বান্ধব এবং এক নারীর দ্বারা বহু সহযোগিতা লাভ করবেন। ছোট ভ্রমণ হতে পারে। কপূর দ্বারা সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সংকল্প নিয়ে কাজ করছেন আজ তাদের অতীব শুভ দিন ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষ সম্মান। ইনস্টাগ্রামে যারা নিয়মিত সচেতন ভাবে পোস্ট করেন, যাদের পোস্টে একটা মেসেজ থাকে তারা সম্মান পাবেন। স্কুল কলেজ, বিদ্যার্থীদের জন্য যে সংগঠন সেখানে যারা কাজ করেন তারা সম্মানিত হবেন, শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। যে নতুন গৃহ সরঞ্জাম কিনতে চলেছেন, মনস্থির করেছেন তা কেনাকাটায় আনন্দ উপভোগ করবেন। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি হবে ভ্রমণ নিশ্চিত। তবে জলগ্রহণ থেকে সতর্ক থাকা শুভ। ভগবান গনেশজি চরণে হলুদ রঙের পুষ্প নিবেদন করুন মনষ্কামনা পূরণ হবে।

সিংহ রাশি : কৃষি জমি, বাস্তজমি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিয়ে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। এক ছলনাময়ী নারীর দ্বারা অসহযোগিতায় কাজ আটকে যাবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অশুভ। দুশ্চিন্তা কোন সন্তানের কারণে। গৃহে বিবাদ কলহ। এক প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা দুশ্চিন্তা। যাকে কথা দিয়েছিলেন কাজটা করার জন্য, না করার জন্য হয়তো অপমান সূচক কোন কথা শুনতে হতে পারে। আজ ভগবান গনেশজির চরণে ১০৮ দুর্বা নিবেদন করুন।

কন্যা রাশি : যারা কর্মের চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। যারা বিভিন্ন ইন্টারভিউ সাক্ষাৎকারের সুযোগ লাভের আশা করছিলেন, আজ তাদের সুখবর আসবে। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভালো কিছু পোস্ট করে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেন, তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তির দিন ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা শুভ।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারে কোন বান্ধব দ্বারা, সম্মান প্রাপ্তি।যিনি চিকিৎসকের দ্বারস্থ ছিলেন, তিনি আজ বাড়ি ফিরবেন। গৃহবধূদের শুভ দিন। প্রেমিক যুগল প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি এবং বিবাহের কথা পাকা হওয়ার লি সম্ভাবনা প্রবল। যে সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা ছিল, আজ শান্তির বাতাবরণ। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : যা ভাবছেন তাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ধৈর্য ধরে আজ কথা বললে, অন্যের কথা বেশি প্রাধান্য দিলে, সমাজে সুনাম বৃদ্ধি হবে। কর্মস্থানে প্রবীণ মানুষের দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান হবে। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা নিশ্চিত ব্যবসা-বাণিজ্য শুভ। যোগাযোগ বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সময়। মহামায়া দেবী মাতা দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প নিবেদন করুন সর্ব শুভ।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি চলুন। ছদ্মবেশী শত্রু আপনার পাশেই আছে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে যে কথাটা দিয়েছিলেন, তা না রাখার জন্য আজ কিছু রূঢ় বাক্য শুনতে হবে। ধৈর্য ধরে কথাটি শুনলে আগামী অতীব শুভ। হলুদ রঙের মিষ্টি বিতরণ করুন শুভ হবে। পারিবারিক অশান্তির বাতাবরণ। ছদ্মবেশী মানুষ তাকে চিহ্নিত করুন।

মকর রাশি : আধ্যাত্মিক ভাবে জীবনের এক নতুন পথে চলতে শুরু করবেন। সন্ন্যাসী, গুরু বা কোন আধ্যাত্মিক মানুষের সংস্পর্শ লাভ। বাড়িতে দেবতার পুজো কীর্তন দিয়ে অনুষ্ঠান। প্রতিবেশীদের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা লাভ। সাধারণ মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করুন। সকালবেলায় কাক পক্ষীদের জন্য জল এবং খাবারের ব্যবস্থা করুন শুভ ফল পাবেন। দেবী মহালক্ষীর পুজো করুন শুভ ফল পাবেন।

কুম্ভ রাশি : আজকে সচেতন হতে হবে। কথার খেলাপ হয়ে যাওয়ার জন্য একটু পিছিয়ে পড়বেন। অতি নিদ্রা অতি বিশ্রাম, অতি ভোজন, শুভ নয়। যারা কর্মের জন্য চেষ্টা করছেন, ‘তাদের কাছে আজ ধৈর্যের পরীক্ষা। প্রেমিক যুগল বিবাহের ব্যাপারে কথা নিয়ে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে পারেন। সন্তানের বিদ্যালয় কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকার আচরণে দুঃখ পেতে পারেন। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি হবে সারা বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

মীন রাশি : জমি সহ বাড়ি সমস্যা থেকে মুক্তি। অতীব শুভ অর্থ প্রাপ্তি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। শুভ গৃহ পরিবেশের শান্তির বাতাবরণ। যারা রাজনীতি করেন তাদের জন্য অতীব শুভ দিন। দেবী দুর্গা মায়ের চরণে লাল ফুল নিবেদন করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

NOTICE

We, (i) Sri. Nitai Mishra, (ii) Sri. Gorachand Mishra, (iii) Sri. Gopal Chandra Mishra, (iv) Sri. Mukunda Mishra all sons of Late Bibhuti Mishra, (v) Smt. Ruma Mishra W/O Late Gobinda Mishra, (vi) Smt. Gayatri Mishra D/O Govinda Mishra, (vii) Sm. Sarmistha Mishra Chakraborty all presently residing at Gharbarpur, P.O. Balarampur, P.S. Kharagpur Local, Dist- Paschim Medinipur, Pin- 721301, do hereby declare that after obtaining the permission to sell as per direction of the Ld. District Judge, Paschim Medinipur we the above mentioned sebaits of the deity Sri. Sri. Singhabahini Thakurani sold and transferred the landed properties to Sri. Abir Bhattacharjee S/O Alok Kumar Bhattacharjee and complied all the direction of the Court, later on it came to our knowledge that due to clerical mistake at the Registry office at Kharagpur wrong order copy has been annexed to the Sale Deeds. Therefore on 10.01.2025 two declaration deeds have been executed by all of the sebaits of Singhabahini Thakurani in favour of Abir Bhattacharjee S/O Alok Kumar Bhattacharjee and corrected all the errors. It is further declared that the permission obtained in respect of Plot No. 17 of Mouza- Arasini, under Kharagpur Local, Dist- Paschim Medinipur is a private debottar property which is clearly mentioned in the Partition Deed executed between the above mentioned sebaits with all other sebaits attached to the deity Sri. Sri. Singhabahini Thakurani and the same is not vested for any public interest. Furnished by the Sebaits of the Sri. Sri. Singhabahini Thakurani to all concern.

Sourav Ganguly
Advocate
Midnapore Judges Court
P.O. & P.S.: Midnapur
Dist.: Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার দাতা ঃ শ্রী প্রদীপ কুমার ব্যানার্জ্জী, পিতা স্বর্গীয় আদিত্য মোহন ব্যানার্জ্জী, ঠিকানা-সাং-জয়কৃষ্ণবাজার, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২৪১০, পঃ বঃ, এনার পক্ষে রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তার গ্রহীতা-শ্রী রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী, পিতা-স্বর্গীয় শশধর মুখার্জী, ঠিকানা-সাং- পূর্ব রামনগর, পোঃ- রামনগর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০, পঃবঃ, সম্পত্তির পরিমান- ৬.২৫ (ছয় দশমিক দুই পাঁচ) শতক সম্পত্তি, বালিগোড়ী (১)নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা- বাসুদেবপুর, জে.এল. নং-৩৪, এলআর খতিয়ান নং-৮১৫, আর.এস. দাগ নং-৪১৫, এল.আর. দাগ নং-৪৬৮, শ্রেনী-বাস্তু, এই স্থিত সম্পত্তি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন এবং মিউটেশন এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করিয়াছেন, যাহার নং MN/2025/0608/342, উক্ত সম্পত্তি লইয়া কাহারও বৈধ আপত্তি থাকিলে, অদ্য ১৮/ ০১/ ২০২৫ তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে তারকেশ্বর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. অফিসে অথবা নিম্ন ঠিকানায় বৈধ কাগজপত্র লইয়া যোগাযোগ করুন, অন্যথায় মেয়াদান্তে কাহারও দাবী বৈধ হইবে না।

ঋত্বিক কোলে
এ্যাডভোকেট
রেজি. নং. ঃ F1182/2021
ভীমপুর, তারকেশ্বর, হুগলী, পিন-৭১২৪১০
মোবাইল নং-৯৯৩২৬৮৭৩০২।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) **শ্রীমতী শংকরী ঘোষ** স্বামী ৺তারক চন্দ্র ঘোষ সাকিম ঘোষালিয়া, ডুমুরদহ, বলাগড়, হুগলী- ৭১২৫১৫, ২) **শ্রীমতী অলকা চাঁই** স্বামী শ্রী মৃত্যুঞ্জয় চাঁই সাকিম পাঁচলকী, মোরপুকুর, রিষড়া, হুগলী- ৭১২২৫০, ৩) **শ্রীমতী লিপিকা ঘাউ** স্বামী শ্রী জহর ঘাউ সাকিম মণিরামপুর, বেগমপুর, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৩০৬, ৪) **শ্রীমতী মনিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ সাকিম চক গোয়ালা পাড়া, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, ৫) **শ্রীমতী কণিকা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলীপ ঘোষ সাকিম সুলতানগাছা, পোলবা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়াগণ বিগত ইং 12/03/2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-053/2018 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভুপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩ নম্বর শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী অশোক কুমার দত্ত** ও অপর সরিকগণ যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 20/08/2018 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2758/2018 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রীমতী মিঠু ঘোষ স্বামী শ্রী তাপস ঘোষ সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণ পাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী- ৭১২১২৪ মহাশয়াকে ১ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রীমতী মিঠু ঘোষ** নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নামপত্তন না করিয়াই অতঃপর বিগত ইং 30/12/2019 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4343/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী বীরেন্দ্র কুমার যাদব** পিতা শ্রী ভানু প্রতাপ যাদব সাকিম ৪, পি.বি.এম. বাই লেন, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়কে পুনরায় উক্ত ১ কাঠা ১০ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুঁড়িগাছি, ২০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৬৮ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ১৫২০, ১৫২৩, ১৫২৪, ১৫২৫, ১৫৩৫, ১৫৩৬, ১৫৩৮, ১৫৩৯, ১৫৪৯ ও ১৫৬০ নং দাগে কতক শালি ও কতক শুনা জমি কমবেশী ১ একর ১ বিঘা ২ কাঠা ৮ ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে আর.এস. ১৫২৯ তথা হাল এল.আর ১৫৩৬ নং দাগে ০.৭৮০০ একর শালি জমির মধ্যে ৫ ছটাক ও আর.এস. ১৫৫১ তথা হাল এল.আর ১৫৬০ নং দাগে ০.৬৬৬৭ একর শুনা জমির মধ্যে ১ কাঠা ৫ ছটাক, একুনে দুইটি দাগে ১ কাঠা ১০ ছটাক উক্ত কোবালা দলিল মূলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বীরেন্দ্র কুমার যাদব** পিতা শ্রী ভানু প্রতাপ যাদব উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কুম্ভ মেলায়, উদ্ধারে ভারত সেবাশ্রম সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কুম্ভ মেলায় তীর্থযাত্রীদের সহযোগিতা করতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে কয়েক মাস আগে থেকেই নানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য উপযুক্ত টেন্ট তৈরির পাশাপাশি কুম্ভ মেলা পরিচালনায় সহযোগিতা করছেন সংঘের কয়েকশো সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবক। রবিবার কুম্ভ মেলার ১৯ নম্বর সেক্টরের একটি তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। সেখান থেকে অন্য তাঁবুতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

এই খবর পেয়ে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত সেখানে পৌঁছে গিয়ে তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারে হাত লাগান। দমকলের পক্ষ থেকে দ্রুত আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু বহু মানুষ এখন কুম্ভ মেলায় থাকায় তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের উদ্ধার করে সংঘের সেল্টারে নিয়ে আসেন। সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন, ‘এদিনও আগুন লাগার ঘটনার খবর পেয়েই সংঘের সন্নাসী স্বামী সত্যমিত্রানন্দ মহারাজ সহ অন্যান্য সন্নাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ ও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।’

ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসী স্বামীর সত্যমিত্রানন্দ মহারাজ বলেন, আগুন লাগার সময় সংঘের সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা আশেপাশেই তীর্থযাত্রীদের সহযোগিতার কাজ করছিলেন। তারাই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে জ্বলন্ত তাঁবুর মধ্যে ঢুকে কার্বন ডাই অক্সাইড সিলিন্ডার দিয়ে প্রথমে আগুন নেভানো কাজ শুরু করেন, পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকল। কয়েকশো তাবু পুড়ে গেছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাওড়াতে ব্রাহ্মণ সমাজের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার চামরাইলে অনুষ্ঠিত হল পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বিতীয় সম্মেলন। রবিবার এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে পুরোহিতরা উপস্থিত হন। এই সভা থেকে পুরোহিতরা দাবি তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হোক। হাওড়া জেলা সহ-সভাপতি শিবশঙ্কর চক্রবর্তী জানান, আগামী ৩০ জানুয়ারি ডোমজুড়ে বসবে দুয়ারে সরকার শিবির। সেখানে ডোমজুড়ের বিধায়ক তাদের জানিয়েছেন পুরোহিতরা ব্রাহ্মণ ভাতার জন্য অবশ্যই সেখানে আবেদন জমা করতে। এই দ্বিতীয় সম্মেলনে পুরোহিতদের নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ব্রাহ্মণ সমাজের হাওড়া জেলা সভাপতি কার্তিক সান্ধকি জানান, পুরোহিতদের অনেক সমস্যা। তাঁদের অনেকেই সরকার থেকে ব্রাহ্মণ ভাতা পান না। তাই কিভাবে তাঁদের সমস্যা দূর হবে ও কিভাবে তাঁরা সরকারি ব্রাহ্মণ ভাতা পাবেন সেই নিয়ে আলোচনা হয় এই সভায়। এই সভায় পুরোহিত সমাজের হাওড়া জেলার সম্পাদক বিকাশ চক্রবর্তী পুরোহিতদের অধিকার নিয়ে শোচ্চার হন। তিনি বলেন পুরোহিতরা যাতে সমাজে সম্মান পান। এর পাশাপাশি উপস্থিত সকল পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ সমাজের সদস্যরা মিলিত হয়ে সরকারের কাছে নিজের সম্মান পাওয়া দাবী জন্য সরব হয়েছেন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা কেন্দ্র প্রতিনিধি ও রাজ্যের প্রতিনিধির সদস্য ও ডোমজুড় বিধানসভা বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সহ একাধিক অতিথি।

চন্দন রায়চৌধুরীর জন্মদিনে সেজে উঠল সিআরসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ক্রীড়াজগতে পরিচিত নাম চন্দন রায়চৌধুরীকে চেনেন না খেলার জগতে কেউ নেই। অন্যতম ক্রীড়াসংগঠক বলেই পরিচিত তিনি। দীর্ঘ ২ দশকেরও বেশি সময় ধরে ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের সচিব পদে রয়েছেন চন্দন রায়চৌধুরী। যা বাংলার ক্লাবে বিরল দৃষ্টান্ত। গতবছরই কলকাতায় রোয়িংয়ে আন্তর্জাতিক রেগাটার আসর বসিয়েছিলেন। যেখানে রোয়িংয়ে অংশ নিয়েছিলেন অলিম্পিয়ানরাও। রোয়িংকে জনপ্রিয় করতে বিশেষ শিবিরেরও ব্যবস্থা করে থাকেন প্রতিবছর। ব্রিটিশ ঐতিহ্য বজায় রেখে এখনও গঙ্গাবক্ষে শীতকালের একদিন ব্যারাকপুর রো’র আয়োজন করে থাকেন। লেকে ঘটা করে রোয়িংয়ের ১০০ বছর উদযাপনও হয় তাঁর উদ্যোগে। দুই যুগ ধরে রোয়িং ক্লাবের সম্পাদক পদের দায়িত্ব সামলানো চন্দন রায়চৌধুরীকে বিশেষ সম্মান জানাতে রোয়িংয়ের বোটও তাঁর নামকরণে করা হয়।

জমি দখলমুক্ত করতে ‘বাধা’, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের জমি দখলমুক্ত করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম। এবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনের ডিআরএম দীপককুমার নিগম দখল হয়ে যাওয়া জমি দেখতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ছেন। এমনকি শিয়ালদহ ডিভিশনের কর্তারা বিশেষ ইন্সপেকশন ট্রেনে দখল হওয়া জমি দেখতে গেলে মাঝপথ থেকে তাঁদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই বর্ধমান শাখার বিস্তীর্ণ অংশে লাইনের দুপাশে ফেন্সিং করে দেওয়া হয়েছে। মূলত ট্রেনের গতিপথ বাড়াতে, দুধার দিয়ে রেললাইনের মধ্যে আচমকা গাড়ি ঢুকে পড়া থেকে আটকাতেই গোটা শিয়ালদা ডিভিশন জুড়ে ফেন্সিং দিতে চাইছেন রেল কর্তারা। কল্যাণী, শান্তিপুর বা নৈহাটি, বিভিন্ন অংশে গত কয়েক সপ্তাহে বারবার লাইনের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে ইন্সপেকশন ট্রেন কারকে।

শিয়ালদহ ডিভিশনের একাধিক অংশে জমি উদ্ধার সম্ভব না হলে কেন নতুন লাইন পাতা অথবা রেলের অন্যান্য কাজ সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় শিয়ালদহ ডিভিশন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেবে বলে সূত্রের খবর। পুলিশ এবং রাজনৈতিক সাহায্য সবথেকে বেশি প্রয়োজন বলেই চিঠিতে উল্লেখ করা হবে। সম্প্রতি লোকসভায় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রীতিমতো তথ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, এরাজ্যের রেলের অগ্রগতি কেন স্তব্ধ। কোথায় কোথায় কত জমি চেয়েও মিলছে না। দখল হয়ে যাওয়া রেলের জমি উদ্ধার করতে গিয়ে মিলছে না পুলিশের সাহায্য।

শিয়ালদা ডিভিশনের কর্তাদের কথায়, এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দিন নতুন কোন প্রকল্প রাজ্যের ভাগ্যে জুটবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

এ প্রসঙ্গে শিয়ালদহ রেল ডিভিশনের সিনিয়র ডিপিও একলব্য চক্রবর্তী বলেন, তরেলের কর্মীদের আটকে দেওয়া হচ্ছে, কারা আটকাচ্ছে, যাদের সিকিউরিটির জন্য এই কাজ করানো হচ্ছে। কারণ ওইসব এলাকায় বেশ কিছুদিন ধরে কিছু রান ওভারের ঘটনা ঘটছিল। এই কাজ অনেক জায়গাতেই চলছি। লোকাল পুলিশকেও জানানো হচ্ছে।’

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘এগুলো বেকারের কথাবার্তা। প্রচুর জায়গায় রেল তুলে দিচ্ছে। এই তো সেদিন রামপুরহাটে তুলে দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে পলিটিক্যাল কথাবার্তা। গরিব মানুষকে আমরা সবসময় সহযোগিতা করি। রাতারাতি তুলে দিলে, শীতের মধ্যে যাবে কোথায়?’

তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত এসএসকেএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোগী মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত এসএসকেএম। এসএসকেএম হাসপাতালে তরুণ ক্রিকেটারের রহস্যমৃত্যু। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলছে পরিবার। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশকে দেহ নিয়ে যেতে বাধা দেন পরিবারের সদস্যরা।

পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, শনিবার হাসনাবাদের যুবক দেব ঘোষ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। প্রতিদিনের মতো তিনি এদিনও লেক মার্কেটের পাশে একটি মাঠে প্র্যাকটিস করতে আসেন। পরিবারের দাবি, শনিবার সায়েন্স সিটিতে তিনি যখন পৌঁছন, তখন তাঁর বাবার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। রাতে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি না ফেরার খোঁজ শুরু হয়। পরিবারের অভিযোগ, মিসিং ডায়েরি করার পরও পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। সকালে পরিবার জানতে পারে, তাঁদের ছেলের দুর্ঘটনা হয়েছে। তাঁরা সেই ফোন মোতাবেক যোগাযোগ করে ছেলেকে উদ্ধার করেন। তাঁকে হাসপাতালে এনে ভর্তি করান। পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ ওই অবস্থাতেই ফেলে রাখা হয় তাঁদের ছেলেকে। হাসপাতালেও তৎপরতার সঙ্গে চিকিৎসা করেনি বলে অভিযোগ। এরপর ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ আরও ভয়ঙ্কর। দেবের মৃত্যুর পর পরিবারকে না জানিয়েই দেহ মর্গে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। তখনই পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখ াতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। ছেলের মৃত্যুর সঠিক কারণ কেন তাঁদের জানানো হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

বারাসাতে বিদ্যাসাগর সভা কক্ষে হিন্দু মিশন আয়োজিত ‘শতবর্ষ হিন্দু সম্মেলনে’ অংশগ্রহণ করে নিজের বক্তব্য রাখলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতা পুরসভার কাজে প্রাধান্য পাচ্ছে বাংলা ধ্রুপদী ভাষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। তারপরই শহর জুড়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। শহরবাসীর প্রতি বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে অনুরোধ জানিয়েছেন স্বয়ং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেই অনুরোধের অংশ হিসাবে তিনি শহরের দোকানগুলির নাম বাংলায় লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এছাড়াও, পুরসভার বিভিন্ন কাজ বাংলায় করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। এ বার সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নে কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদেরা নিজেদের ঘরের বাইরের নামফলক বাংলায় লাগিয়ে মেয়রের অনুরোধ বাস্তবায়নের

ইঙ্গিত দিলেন। সম্প্রতি মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, দেবব্রত মজুমদার, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, সন্দীপন সাহা এবং সন্দীপ বক্সীর মতো বাঙালি কাউন্সিলরেরা তাঁদের ঘরের বাইরের নামফলকে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু করেছেন। এমনকি বেহালার ১১৮ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ী অবাঙালি মেয়র পারিষদ তারক সিংকেও ঘরের বাইরেও বাংলায় নামফলক লাগাতে দেখা গিয়েছে। উল্লেখ্য, মেয়র, ডেপুটি মেয়র এবং মুখ্য সচেতকের ঘরের বাইরে আগে থেকেই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় নামফলক ছিলই। কিন্তু এবার মেয়র পারিষদের এই পদক্ষেপের ফলে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গে প্রথম চাকা গড়াবে মেট্রোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিপর্যয় কাটিয়ে বউবাজারের নিচ দিয়ে পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গে প্রথম চাকা গড়াবে মেট্রোর। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ২১ জানুয়ারি রাত ১১ টায় সেক্টর ফাইভ থেকে মেট্রো ছেড়ে বউবাজারের তলা দিয়ে মহাকরণ পর্যন্ত যাবে। ভোর চারটে পর্যন্ত দফায় দফায় এই ট্রায়াল রান চলবে। আগামী সোমবার এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে বলে খবর। বউবাজারে মাটির তলার অংশে পূর্বমুখী সুড়ঙ্গে মেট্রোর পরীক্ষামূলক দৌড় হলেও সেক্টর ফাইভ-হাওড়ার দিকে মানে পশ্চিমমুখী সুড়ঙ্গের কাজ চলছিল। গতবছর ডিসেম্বরে যাবতীয় কাজ শেষের পর তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়। তারপর কয়েকদিন হয়েছে ট্রলি রান। এবার আগামী মঙ্গলবার রাতে প্রথম ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে মেট্রোর চাকা গড়াতে পারে। ট্রায়াল রান সফল হলে তারপর কিছুদিন পরীক্ষামূলকভাবে চলবে মেট্রো। পরে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি বা সিআরএস ছাড়পত্র দিলে যাত্রী নিয়ে ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ ছুটবে ট্রেন। মাত্র ১১ মিনিটে যাত্রীরা হাওড়া থেকে শিয়ালদহ পৌঁছে যেতে পারবেন। তার আগে অবশ্য সিগন্যালিং সিস্টেম আধুনিকীকরণের কাজ হবে। যে কারণে প্রায় দেড়মাস পুরোপুরি বন্ধ রাখা হবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত এই দুই শাখায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার প্রস্তাব দিয়েছে কেএমআরসিএল। ২৯ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারিও পুরো অংশের পরিষেবা বন্ধের আর্জি জানানো হয়েছে কেএমআরসিএলের তরফে। দিনগুলোতেও পুরো অংশে মেট্রোর ট্রায়াল রান হওয়ার কথা। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কোনও ক্ষেত্রেই হয়নি।

হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবায় যে অংশ মাটির নিচ দিয়ে যাবে, সেখানে দুটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে পূর্বমুখ ী অর্থাৎ শিয়ালদহমুখী সুড়ঙ্গের কাজ অনেক দিন আগেই শেষ হয়েছে। লাইন পাতাও শেষ। ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে মেট্রোর খালিরেক প্রায়ই যাতায়াত করে। কিন্তু বিপত্তি ঘটেছে পশ্চিমমুখ ী সুড়ঙ্গ খোঁড়ার সময়। শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত ওই সুড়ঙ্গ কাটার সময় সমস্যা হয় বউবাজারের কাছে। ২০১৯ সালে আগস্ট মাসে সুড়ঙ্গ কাটার যন্ত্রের মাধ্যমে মাটি কাটার সময় ধস নামে বউবাজার এলাকায়। তড়িঘড়ি বন্ধ করতে হয় কাজ। নির্মীয়মাণ ওই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার। ২০২২ সালের মে এবং অক্টোবরে ওই অংশ কাজ করার সময় দফায় দফায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জল ঢুকে পড়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে। বার বার বিপত্তির কারণে কাজ বন্ধ হওয়ায় এত দিনেও শিয়ালদহ এবং এসপ্ল্যানেডের মধ্যে পরিষেবা চালু সম্ভব হয়নি। তবে এবার সেই কাজ শেষ করে চাকা গড়াতে পারে ট্রেনের।

প্রকাশ্যে মুরগির মাংস বিক্রিতে বিজ্ঞপ্তি জারি করবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরে প্রকাশ্যে মুরগির মাংস বিক্রি করার ক্ষেত্রে শীঘ্রই পদক্ষেপ করতে চলেছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতার পরিবেশ রক্ষার কথা মাথায় রেখে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুরসভার এক আধিকারিক। শুক্রবার পুরসভার মাসিক অধিবেশনে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন বিজেপির প্রবীণ কাউন্সিলর মীনা দেবী পুরোহিত। কলকাতার ডেপুটি মেয়র তথা মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের উদ্দেশে এবিষয়ে পদক্ষেপ করার আবেদন জানান তিনি। বিজেপি কাউন্সিলরের ওয়ার্ডে মুরগির মাংসের দোকানগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ডেপুটি মেয়র। পুরসভার এক আধিকারিক জানান, যেভাবে প্রকাশ্যে ফুটপাথ কিংবা রাস্তায় অস্থায়ী দোকান বসিয়ে মুরগি কেটে মাংস বিক্রি চলছে, তাতে শহর খুব অপরিস্কার হচ্ছে। পাশাপাশি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রক্ত পড়া এবং মাংস কাটার যে চিত্র উঠে আসছে, তা সামাজিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ শহরের পরিচয় দেয় না। তাই প্রকাশ্যে মুরগি কেটে মাংস বিক্রি করার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ জরুরি হয়ে পড়েছে। তবে ওই আধিকারিক জানাচ্ছেন, ঘেরা জায়গায় মুরগির মাংস বিক্রিতে পুরসভার কোনও আপত্তি নেই। শুধু পুরসভার দেওয়া নিয়ম মেনে চলতে হবে।

মীনা দেবীর প্রশ্নের জবাবে ডেপুটি মেয়র আরও জানিয়েছেন, শীঘ্রই মুরগির মাংসের দোকানগুলির জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করবে কলকাতা পুরসভা। যেখানে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে, খোলা জায়গায় মুরগি কাটা বা বিক্রি করার যাবে না। কারণ, শহরে দিন দিন যে ভাবে রাস্তা বা ফুটপাত দখল করে মুরগির দোকানের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে দৃশ্যদূষণের পাশাপাশি শহরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। তাই এ বিষয়ে পদক্ষেপ প্রয়োজন বলেই মনে করছে কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার বিষয়টি মাসিক অধিবেশনে আলোচিত হওয়ার পর নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়া সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে।

একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের দলীয় কর্মীবৃন্দের তরফে রবিবার হালিশহর পাঁচমাথা মোড়ে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে মন্ডল পিকনিক গার্ডেনে বনভোজন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে এদিন হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিলেন। মনোমালিন্য ঝেড়ে ফেলে দলীয় কার্যকর্তাদের একজোট হওয়ার বার্তাও দিলেন গেরুয়া শিবিরের এই লড়াকু নেতা। প্রিয় নেতাকে কাছে পেতেই নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের একাংশ কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে একরাশ

অভিযোগ জানালেন শাসকদলের হাতে আক্রান্ত নিচুতলার কর্মীরা। এদিনের বনভোজন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সাধারন সম্পাদক রূপক মিত্র, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুদীপ্ত দাস প্রমুখ।

খড়দার অরবিন্দ নগর থেকে নিখোঁজ কিশোর

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার সন্ধের পর থেকে নিখোঁজ খড়দার রহড়া থানার লাল ইট খোলা অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা দশ বছরের অভয় কুমার দাস। যদিও সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে ওইদিন সন্ধে সাতটা নাগাদ ওই কিশোর অপরিচিত দু’জন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। নিখোঁজ কিশোরের পরিবারের তরফে রহড়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করা হয়েছে। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিখোঁজ কিশোরের পুলিশ খোঁজ চালাচ্ছে। পেশায় ফুচকা বিক্রেতা নিঁখোজ কিশোরের মা পুনম দেবী জানান, শনিবার সন্ধের সময় বাড়ির কাছেই ছেলে খেলা করছিল। তখন তিনি ফুচকা বেচতে নিজের দোকানে

গিয়েছিলেন। রাতে মেয়ে টিউশন থেকে বাড়ি ফিরে দেখে ওর ভাই ঘরে নেই। চারদিক খোঁজাখুঁজি করেও ছেলের সন্ধান মেলেনি। এরপর তিনি রহড়া থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। পুনম দেবী জানান, সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছে রাস্তা দিয়ে ছেলে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে।

নারকেলডাঙায় কোটি টাকা ছিনতাইয়ে আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: নারকেলডাঙা এলাকা থেকে কোটি টাকা ছিনতাইয়ে আটক ২। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তাদের শনিবার রাতেই আটক করে নারকেলডাঙা থানার পুলিশ। রাতভর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছিনতাই কাণ্ডের কিনারা করার চেষ্টা করছে পুলিশ। যদিও এখনও সমাধান হয়নি। একইভাবে পার্ক সার্কাস কাণ্ডেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তিনজনকে।

গতকাল ৯টা নাগাদ টাকা নগদ ভর্তি ব্যাগ নিয়ে নারকেলডাঙা চত্বরে হেঁটে যাচ্ছিলেন ৪২ বছরের ইফতিকার আহমেদ খান। পেশায় ছাগল ব্যবসায়ী। এদিন সকীলে ব্যবসার টাকা নিয়েই যাচ্ছিলেন তিনি। তখনই দুটি বাইকে চেপে আসে জনা কয়েক দুষ্কৃতী। একজন ইফতিকারের চোখে রাসায়নিক স্প্রে করে। অন্য একজন ছুরি দিয়ে তাকে ভয় দেখায়। তবু বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন ইফতিকার। তখনই ছুরি দিয়ে তাঁর বা হাতে জোরাল আঘাত করে ব্যাগ ছিনিয়ে চম্পট দেয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, ব্যাগে প্রায় এক কোটি টাকা ছিল। মনে করা হচ্ছে, দুষ্কৃতীরা আগে থেকেই রেইকি করে গিয়েছিল। ছিনতাইয়ের মতলব নিয়ে তক্কেতক্কে ছিল তারা। এদিন সেই সুযোগ মেলে। তবে সকালে জনবহুল রাস্তা থেকে যেভাবে টাকা ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই হল, তা যথেষ্ট আতঙ্কের।

প্রসঙ্গত, ১৩ জানুয়ারি পার্ক সার্কাস চত্বর থেকে একইভাবে ১২ লক্ষ টাকা ছিনতাই হয়। বাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। এবার ফের একবার একই কায়দায় ছিনতাই হল। তবে কড়েয়া থানার ঘটনায় ইতিমধ্যে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১০ লক্ষ টাকাও উদ্ধার হয়েছে। বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুটি বাইকও।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরা কারবার রুখতে কঠোর বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন: একদিকে বিএসএফ যেমন অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মরিয়া। তেমনই সীমান্ত থেকে পাচার রুখছে জোর কদমে। কখনও পাচার হওয়া গরু উদ্ধার করছে। কখ নও বা তারা উদ্ধার করছে সোনা-রূপো। এবার উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ থেকে রূপোর গহনা, মাদক উদ্ধার করেছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর (বিএসএফ) দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জওয়ানরা উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা জেলা থেকে ১২.৫৩০ কেজি রুপার গয়না, ৬৯১ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল, ২২.৮৫০ কেজি গাঁজা, ১১০ গ্রাম মাদকদ্রব্য, ৪৬০ ইউনিট ক্লপ জি মলম, ৪৫টি মোবাইল ফোন, দু’টি দ্বি-চাকার গাড়ি এবং চোরাচালানকারীদের কাছ থেকে আটটি গরু উদ্ধার করেছে। অপরদিকে, সকালে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা এক ব্যক্তিকে স্কুটিতে চড়ে আসতে দেখে সন্দেহ করেন। জওয়ানদের দেখেই পালিয়ে যায় ওই ব্যক্তি। এরপর বিএসএফ স্কুটিটি আটক করে। তল্লাশি চালানো হয়। তখনই স্কুটির নিচে একটি বাদামী প্যাকেট দেখতে পান। সেটি খুলতেই রূপোর গহনা পাওয়া যায়। এমনকী স্কুটির তেলের ট্যাঙ্কের ভিতরে লুকানো আরও রূপার গহনা উদ্ধার করেন জওয়ানরা। উদ্ধার করা রূপোর গহনার মোট ওজন ১২.৫৩০ কেজি, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯.৮৬ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হওয়া গহনা পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধার করা গবাদি পশুগুলিকে ই-ট্যাগ করে ধ্যান ফাউন্ডেশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দলের শৃঙ্খলারক্ষায় ফের স্বমহিমায় মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: দলের শৃঙ্খলারক্ষায় ফের স্বমহিমায় ময়দানে মদন মিত্র। এবার বেলঘরিয়ায় প্রকাশ্য অনুষ্ঠান থেকে এলাকার নিষ্ক্রিয় কাউন্সিলরদের কড়া বার্তা দিলেন তিনি। জনতার উদ্দেশে কামারহাটির বিধায়কের বক্তব্য, দযেসব কাউন্সিলর আপনাদের চাকরবাকর ভাবেন, কাজ করে দেন না, তাঁদের আপনারাও পাত্তা দেবেন না। সরাসরি আমাকে জানান। আর মমতার নাম করে তাঁদের বলে দেবেন, আমি বলেছি যে তাঁদের পাত্তা না দিতে।দ তাঁর এই বক্তব্যে অনেকেই মনে করছেন, কামারহাটির কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েই হয়ত এহেন হুঁশিয়ারি। শনিবার বেলঘরিয়ার এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন মদন মিত্র। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আচমকাই এলাকার কাউন্সিলরদের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘যেসব কাউন্সিলর আপনাদের চাকরবাকর ভাবেন, কাজ করে দেন না, তাঁদের আপনারাও পাত্তা দেবেন না। সরাসরি আমাকে জানান। আমি কাউন্সিলরকে বুঝে নেব। আর মমতার নাম করে তাঁদের বলে দেবেন, আমি বলেছি যে তাঁদের পাত্তা না দিতে। ছিল তো বাড়িতে বসে। আপনাদের আশীর্বাদে, সমর্থনে কাউন্সিলর হয়েছে। তৃণমূলের কাপড়টা খুলে নিলে আর

কেউ চিনবে না তাঁদের।’ এরপর ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচির কথা মনে করিয়ে তিনি আরও জানান, ‘আমরা তো দুয়ারে, কী দরকার বলুন, আমরা সব করে দেব।’ নিজের ফোন নম্বর উল্লেখ করে মদন মিত্রর বক্তব্য, ‘যদি কেউ কোনওদিন অভিযোগ তুলতে পারেন যে মদন মিত্রকে ফোন করেছেন অথচ কাজ হয়নি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমি পদত্যাগ করব। হয়ত আমি তাঁকে বলেছি যে আজ পারব না, কাল কাজটা করে দেব। কিন্তু কাজ আমি করিনি, তা কেউ বলে পারবেন না।’ আসলে, শৃঙ্খলারক্ষা এবং ছাব্বিশের আগে জনসংযোগ আরও নিবিড় করার লক্ষ্যে বারবার দলের সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিকে সতর্ক করেছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে কড়া বার্তাও দিয়েছেন একাধিকবার। নেত্রীর সেই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে মদন মিত্র দলের কাউন্সিলরদের ‘নিষ্ক্রিয়তা’ নিয়ে একহাত নিলেন বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের।

দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের পাশে লোকনাথের মন্দির গড়ার আর্জি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে এসেছেন বাবা লোকনাথের মন্দিরের উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে। ইতিমধ্যে তিনি ১৭ কোটি টাকা দিয়ে লোকনাথ বাবার জন্মস্থানকে নবরূপে সাজিয়ে তোলার ব্যবস্থাও করেছেন। আর সেই কাজকে সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সারা দেশ এমনকি বিদেশেও বাবা লোকনাথের মহানাম প্রচারের গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন চাকলাধামের প্রধান উপদেষ্টা নবকুমার দাস।

রবিবার তিনি বেলঘরিয়ায় রথতলা জগন্নাথ মন্দির কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত গোপালের বনভোজন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে জগন্নাথ মন্দির কমিটির প্রধান সোমনাথ চৌধুরীকে পাশে নিয়ে নবকুমার দাস জানান, ‘রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি অনুরোধ জানিয়েছি। দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের কাছে যাতে বাবা লোকনাথেরও মন্দির নির্মাণ করা যায়। জমি পেলেই আমরা সেখানে সমুদ্র সৈকতে জগন্নাথ মন্দিরের কাছেই আন্তর্জাতিক মানের সবচেয়ে বড় আকারের লোকনাথ মন্দির নির্মাণ করব। আমাদের আশা, মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত লোকনাথ ভক্তদের আশাপূরণ করবেন। আর অচিরেই সেখানে গড়ে উঠবে বাবার লোকনাথের মন্দির।’

সম্পাদকীয়

শেষ বলে কিছু হয় না, সব শেষেই লুকিয়ে থাকে শুরুর বীজ

'শেষে তো শেষ নয়। শুরু। পুরনো বছরের মতো।' 'শেষ'কে শেষ বলে দেখলে যে জীবনে পথ চলারও শেষ হয়ে যায়, এটা অনেকেই বুঝতে পারেন না। যাঁরা একেবারে ধরেই নিয়েছেন তাঁদের দ্বারা আর কিছুই হবে না এবং এই ভাবনার কবলে পড়ে যাঁরা স্থাণুবৎ জীবন কাটাচ্ছেন, তারাও নতুনভাবে ভাবুন। ইতিহাসে এ রকম বহু জ্ঞানীগুণী রয়েছেন যাঁরা প্রথম জীবনে সাফল্যের মুখ দেখেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শৈশবের কথা তো সর্বজনবিদিত। প্রথাগত পড়াশোনা ছাড়াই তিনি নিজে ইতিহাস। সাহিত্যে নোবেলজয়ী। বিশ্বের সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানীদের অন্যতম আলবার্ট আইনস্টাইন জীবনের প্রথম নয়টি বছর ভাল করে কথাই বলতে পারতেন না। স্কুলে তাঁর গ্রেড এমনই খারাপ হচ্ছিল যে তাঁর সম্বন্ধে স্কুল কর্তৃপক্ষের ধারণাও খুব বিরূপ হয়ে পড়ছিল। পলিটেকনিক স্কুলও তাঁকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করে। আবার, বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনকে তাঁর তত্ত্ব-সম্বলিত বই অন দি অরিজিন অব স্পিসিজ প্রকাশের জন্য দীর্ঘ কুড়িটি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন, যিনি ইলেকট্রিক বালব এবং গ্রামোফোনের আবিষ্কর্তা, তাঁকেও স্কুলে শুনতে হয়েছিল 'এত বোকা ছেলের পক্ষে কিছু শেখাটাই অসম্ভব।' সুতরাং, ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতায় হতাশ বাবা-মায়ের মনে আশার আলো জ্বলে উঠুক এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানেও আছে 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?' আবার 'শেষ'কে নতুনের শুরু রূপেও যে দেখা যেতে পারে তা-ও বলেছেন ওই একই গানে, 'পুরাতনের হৃদয় টুটে, আপনি নূতন উঠবে

শব্দবাণ-১৬৭

■	■	■	■	১	■	■
■	২		৩		৪	■
■		■		■	৫	
■	৬		■	৭		■
৮		■	৯	■		■
■	১০	১১				■
■	■		■	■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. সুযোগ নেওয়া ৫. দরুন ৬. দুঃখ, ক্লেশ ৭. আওয়াজ করলেই পিছন থেকে আশীর্বাদ করব ৮. জলাভূমি ১০. হালকা করা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১.ভীরু ২. দুর্ভাগ্য, বদনসিব ৩. চিহ্ন, ছাপ ৪. কোনো শুভ অনুষ্ঠানে খই ছড়ানোর সংস্কার ৯. চক্র, চাকা ১১. আকাশে ওড়ে।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৬

পাশাপাশি: ১. অর্চনা ৩. কঞ্চুক ৫. পরেশ ৬. তন্দুর ৭. খেতাব ৯. আমেজ ১১. রজনি ১২. ললাম।

উপর-নীচ: ১. অধিপ ২. নালিশ ৩. কপোত ৪. কবর ৭. খেচর ৮. বকুনি ৯. আমল ১০. জশম।

জন্মদিন

আজকের দিন

অক্ষর প্যাটেল

১৯২৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কমল গুহর জন্মদিন।
১৯৪৫ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের জন্মদিন।
১৯৯৪ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অক্ষর প্যাটেলের জন্মদিন।

রাজপথ সুইচ অফ

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বলছি রাজপথের কথা। মানে কলকাতার কথা। বলছি কলকাতার যানবাহনের কথাও। আমরা রাজপথ কে ব্যস্ত হিসাবে জানি। মানি ও। কলকাতার যানবাহনের সাথে আরেক চালবান গর্বের সিস্টেম ট্র্যাফিক। যান নিয়ন্ত্রণে এই সিস্টেমকে সেলুট। ফ্রেন্ডলী শহরে সিস্টেমের দূত ট্র্যাফিক। পোশাক সাদা। শহরে যেনো পায়রার পায়চারি বেশ খানিকটা আহামরি। তাই কলকাতায় বসে আমরা স্কটল্যান্ডে র ফ্লেবার পাই। তবে এই রাজপথের রোশনাই আমাদেরও কখনো মনে খেদ আনে-- মুখ থেকে কানে কানে। মানে? চলুন তবে মানে'র বিশ্লেষণে যাই। মানে, যত দূর যাওয়া যায় ততদূর যাই।

কত দূর যাওয়া যায়? অভিজ্ঞাতায় হয় তো সবটা যাওয়া যাবে না তবে অনুমান করা যাবে অনেকাংশে। কলকাতার মূল রাজপথ ছাড়াও একটু সাব জোনে গেলে জানা যাবে কি অত্যাচার পথেই বিলাসে বিরাজমান। ' পার্কিং ' আলাদা জোন থাকলেও অবৈধ পার্কিং এর প্রভাবে চওড়া রাস্তাকে ভুগতেই হচ্ছে। মানে সুযোগ পেলে গাদাগাদি বা ঠাসাঠাসি করে পথ জুড়ে গাড়ি রাখা হয়ত আপনাকে তেমন বিচলিত করে না, যেমন করে ট্র্যাফিক জ্যাম হলে। বাট রহস্য তো অন্য জায়গায়। আপনি অনেক ক্ষেত্রে জানতেও পারলেন না কেনই না এত জ্যাম। পথের একধারে অনেক ক্ষেত্রে দু' ধরেও সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে বহু প্রাইভেট কার। আর ঠিক এই কারণে চওড়া পথ হয়েছে খুব সরু। ফলস্বরূপ দেখা যায় দুই দিকেই গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়। আর সমস্যায় পড়লেন আপনি। দেখা গেলো এইভাবে বরাবর গাড়ি হয়ত থাকে না। কিন্তু সাময়িক বা অল্পক্ষণ যদি গাড়ি থাকে তাহলেও একই প্রবলেম হবে। অথচ কিছু না বুঝে আপনি হয়তবা ট্র্যাফিক বা গাড়ির চালকদের দিলেন কটূক্তি করে। কিন্তু সত্যি কি তাই সব সময় হয়? না, হয় না।

এরপর আসি প্রাইভেট বা পাবলিক গাড়ির কথায়। পাসেঞ্জার তাদের ভগবান। আর সেই ভগবানকে সারা রাস্তা দিয়ে তুলতে তুলতে আপনার দিশেহারা অবস্থা। আপনার সময় গেলো। বসের কাছে বকা খেলেন আর কত কত কত ঘটনা ঘটে গেলো। বড় বাস কিছু সময়ে সচল হলেও বেশি সময়েই ধীর মুভমেন্ট। তাহলে কি রাজপথ সচল থাকতে পারলো? পারলো না। বলবার কথা হলো যে আমরা দেখি এক্ষেত্রে ড্রাইভারদের অসীম কটূক্তি গ্রহণ ক্ষমতা। শিয়ালদহ, ধর্মতলা, হাওড়ার মত বড়ো জায়গায় গাড়ি সামান্য দাঁড়ালেও দেখা যায় বিষম বিপদ। প্রচুর মানুষ। ব্যস্ত শহর। আর ঠিক তখনই আরেক বিপদ। একটু থামা মানে অনেকটাই জ্যাম। কি করা যায়! নাজেহাল অবস্থা ট্রাফিকের। ফাইন লেগেই রয়েছে তবুও হয় না। ফাইন ফাঁকির কৌশল অনেক আগেই রপ্ত তাদের। এরপর আছে বচসা। ভালো মানুষের গালাগালি কখন ভদ্রতার সব গণ্ডি ছাড়ায়। নেমে পড়ে তখন ছোট থেকে বড়ো সব ট্র্যাফিক পুলিশ। যে করেই হোক পথ ক্লিয়ার করতে হবে। হবেই। পুলিশের লাঠি হাতে গাড়ি তাড়া করা আমরা প্রায় দেখি। অফিস টাইম। অন্যদিকে, ব্যবসা। তাই অফিস পাড়া ধর্মতলা, চাঁদনী, বড়বাজার, পোস্তা, হেদুয়া, শিয়ালদহ, নিউ মার্কেট,পার্ক স্ট্রিট, সেক্টর ফাইভ কোনটা ছেড়ে কোন জায়গার কথা বলবো। যার সব ক্ষেত্রে দরকার স্মুথ পরিবহন। তাই চাই রাস্তা ক্লিয়ার। কিন্তু তা হবে কি করে? কলকাতার মানুষের গাড়ির সংখ্যা প্রায় মানুষ প্রতি-ই। তাই রাজপথে এই আরেক প্রধান সমস্যা।

ক্যাব এর সমস্যা আমরা খুব দেখতে পাই। লোকেশন দেওয়া থাকলেও ক্যাবের আস্তে আস্তে প্যাসেঞ্জার খোঁজা আর যখন তখন যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়া খুব অসহ্য। আপনি ক্যাব নিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে আপনি হয়রান। বেশিটাই ভাড়া নিয়ে সমস্যা। আমাদের রাজপথে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ফলে বাধে গন্ডগোল। অনেক ক্ষেত্রে ট্র্যাফিক পুলিশের হস্তক্ষেপ করতে হয়। বচসা আর অবশেষে মিটমাট হলেও সেই ট্র্যাফিক জ্যামে আপনি পরেও গেলেন। তাহলে ভাবুন তো রাজপথ কি ততটা সুন্দর বা সুস্থ থাকলো? না থাকলো না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্যাসেঞ্জার বেশি চালাকি বা বদমায়েশি করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে চালকও। আর এর মাঝে রাজপথ মানে কলকাতা হয় ঝঞ্ঝাটময়।

আরো আছে। কলকাতার অনেক রাস্তায় আটো চলে। ভুল বললাম। মারাত্বকভাবে চলে। অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুতভাবে থামে। অ্যাক্সিডেন্টের কথা না হয় এখানে আনলাম না। তবে যেটা বলা যায় তা হলো যত্র তত্র গাড়ি রাখা ও উধাও হলে যাওয়া। তাদের নজর জাস্ট ট্র্যাফিক পুলিশ লক্ষ্য রাখা। সুতরাং লেগে গেলো পথেই তালগোল। হলো জ্যাম। গেলো সময়। মানে মানুষের বিপদের কোনো সীমা নেই। চওড়া রাস্তা থাকলেও অটো রিক্সা বেজায় ছোট করে দিল রাস্তাকে। বাইকের কথা না বললেই নয়।কানে মোবাইলের কেস থাকলেও শোনে কে! আবার এই রাজপথেই তো রাপিটর রমরমা। ভাড়া পেতে যেখানে সেখানে ঔৎ পেতে বসে আছে। পুলিশের তাড়া খেলেও না শোনা না। নজর এড়ানোর কৌশল এই গাড়ি চালকদের জন্যেই রাজপথ বিভ্রাটে। আবার সাইকেল, মানুষ এখানে সিস্টেমে পার হয় না। রাস্তায় কোনো সিগন্যাল না মেনে পারাপার হন কত মানুষ। আর মিটিং মিছিল তো কলকাতায় লেগেই আছে। তাই রাস্তা জ্যাম বা ছোট হয়ে যাওয়া রাজপথে জাস্ট এক মুহূর্তের ব্যাপার।

আরেকটি কথা আলাদা করে বলতেই হয় তা হলো আমাদের কলকাতার বহু রাস্তায় বহু উৎসবে রাস্তার দু'ধারে চার পাঁচ ফুট ঘিরে প্যান্ডেল/ গেট আবার কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে রাস্তা জুড়ে মঞ্চ করা হয়। তাই রাস্তা হয় ছোট। তাই আবারো বলি, তবে কি আমাদের স্বাস্থ্যকর রাজপথ তার বহাল শরীরে রইলো? উত্তর -- না, রইলো না। তবে তা কিভাবে থাকবে? মনে করি -- অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে আমাদের সচেতনতাই যার যথার্থ উত্তর। কি, মানবেন তো?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শরৎচন্দ্রের লেখায় পল্লীর সমাজচিত্র

এস ডি সুব্রত

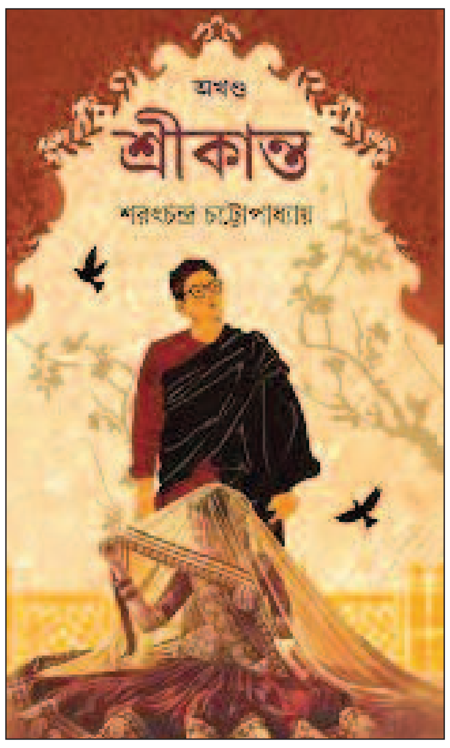

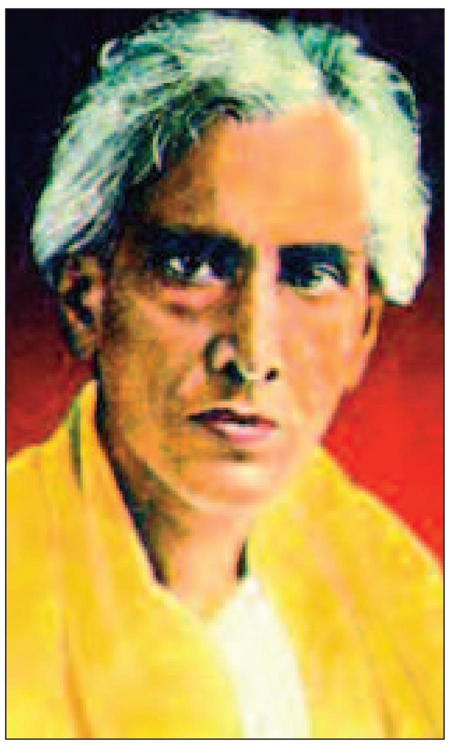

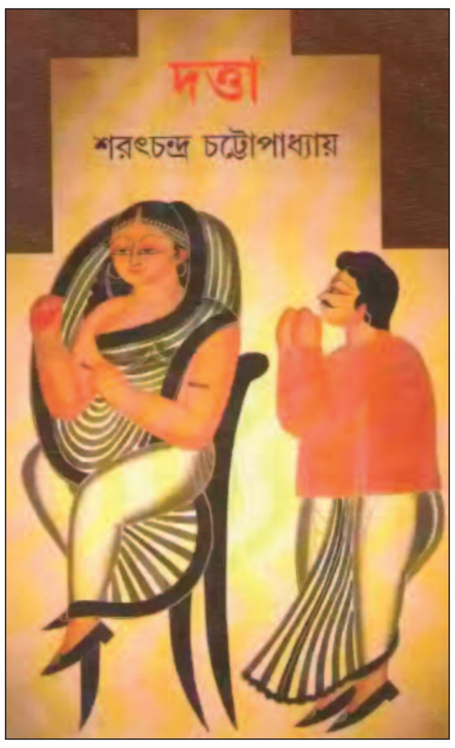

পল্লীর সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার আঘাতে কতটা রক্তাক্ত হতে পারে আমাদের সমাজ , তারই রূপচিত্র এঁকেছেন শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কালজয়ী অনেক উপন্যাসের রচয়িতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালে হুগলি জেলার দেবানন্দপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এন্ট্রান্স পাসের পর দারিদ্রের কারণে তাঁর শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মূল বিষয় ছিল গ্রামের মানুষের চালচিত্র, পল্লীর জীবন ও সমাজ। পল্লীর মানুষের আনন্দ বেদনার বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখায়। সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার ও শাস্ত্রীয় অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। বাংলাসহ ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অনেক উপন্যাসের চিত্রনাট্য নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। সাড়া দিয়েছে মানুষের হৃদয়ে।

শরৎচন্দ্রের নিজের ভাষায় তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে - তদেশের নব্বই জন যেখানে বাস করেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ, অনেক কৌতুহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাদের মধ্যে পড়েছি এবং তাদের বহু দুঃখ বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছিদ। সেই দুঃখ-দৈন্য প্রকাশের কাজে তার গল্প-উপন্যাসে দেখা গেছে তএকান্নবর্তী পরিবারের সমস্যা, জাতিভেদ ও কন্যাদায়ের সমস্যা, অকাল বৈধ্যবের সমস্যা, দাম্পত্য অসমন্বয়ের সমস্যা, পদস্খলিতা নারীর সমস্যাদ (দ্রষ্টব্য নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র সাহিত্যে ও কালচিন্তায়', 'উত্তরসূরী' ১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)। বাংলার পল্লীসমাজের সংকীর্ণ প্রথায় জর্জরিত জীবনযাত্রার অন্তরালে নির্বাসিত প্রেম কিভাবে গুমরে মরে, সংস্কার ও সতীত্বের দুমুখো অস্ত্রের আঘাতে এই সমাজে কিভাবে নারীর হৃদয়কে হত্যা করা হয়, ন্যায় বিচারের নামে মানুষকে স্বর্গে পাঠানোর চিন্তায় উচ্চবর্ণের সমাজপতিরা যে কি প্রবল অত্যাচার করে, শরৎসাহিত্য তার জীবন্ত দলিল। শরৎ সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য গ্রামীন মানুষের জীবন ও জীবিকার চিত্র । নারীর মূল্য, শরীর নারীত্ব ও সামাজিক মর্যাদা তার গল্প-উপন্যাসে সর্বাধিক পরিমাণে প্রতিফলিত। তাঁর মতো এত সুন্দরভাবে গ্রামীন জীবনের কথা , নির্যাতিত মানুষের কথা তুলে ধরে নি। সেইদিক থেকে নারী-মন পর্যালোচনায় দেখা যায়, এখানে তার অন্তর্জগতের পরিবর্তন হয়েছে দু'দিক থেকে; একদিকে সমাজপতিদের নীতি নিয়মের প্রত্যক্ষ আঘাতে, অন্যদিকে হিন্দুনারীর অন্তর্জাত সংস্কারের অভিঘাতে। তাই তার মন সদাই দ্বিধা-বিভক্ত হয়েছে। সমাজ-বিদ্রোহিণী হয়েও সে সমাজে অবহেলিত । সেইজন্য শরৎচন্দ্রের তাঁর লেখায় দেখা যায়, 'পল্লীসমাজে' সমাজপতি বেণী ঘোষালদের ভয়ে বিধবা রমা যেমন তার প্রেম প্রকাশে কুণ্ঠিতা, তেমনি প্রত্যক্ষভাবে সমাজ-বিধানের উদ্যত দণ্ড না থাকলেও নিছক সংস্কারের বাধায় রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের সম্মতি সত্ত্বেও বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। আর সেইজন্য নারীচিত্তের সচেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্বে ও জটিলতায় শরৎসাহিত্য হয়েছে আকর্ষণীয় , হৃদয়গ্রাহী। শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের লেখা বেশ কয়েকটি উপন্যাস প্রেমমূলক। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বড়দিদি', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'বিরাজ বৌ' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে প্রেমের প্রকাশ ছিল কুণ্ঠিত, কিন্তু তেমন সমস্যাজটিল নয়। বরং পুরুষচরিত্রের বিচিত্র পরিচয় এখানে উপস্থিত হয়েছিল । প্রবল হৃদয়াবেগের সঙ্গে একপ্রকার নিরাসক্তি, আত্মভোলা ঔদাসীন্য তাঁর উপন্যাসের নায়কচরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য খুব সম্ভবতঃ লেখকসত্তার স্বভাব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জাত। তাই 'বড়দিদি'তে প্রেমময়ী দায়িত্বশীলা সর্বসংহা মাধবীর জীবনে সুরেন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতা ও ঔদাসীন্য দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে।

'দত্তা' বিজ্ঞানব্রতী নরেন্দ্রনাথের সাংসারিক জ্ঞানের অভাব ও আত্মভোলা স্বভাবের জন্য বিজয় তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে। আবার কখনও বা পুরুষের এই অসাংসারিক আচরণ নারীকে উদ্যোগী করেছে তার প্রতি আপনজনের অধিকার প্রতিষ্ঠায়; যেমন, 'পরিণীতা'য় ধনী শেখরের অর্থব্যয়ে ললিতা অকুণ্ঠিতা। 'পণ্ডিত মশাইতে' বৃন্দাবনের প্রথম পক্ষের সন্তানের প্রতি কুসুমের স্নেহপ্রকাশে কোন সঙ্কোচ নেই। আবার 'বিরাজ বৌ'-এ দেখা যায় সমাজবিধির মধ্যে থেকে প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাত দাম্পত্য প্রেমে অভিমান জনিত আঘাত ও ভুলের বেদনাময় প্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত।

শরৎচন্দ্রের পরিণত প্রতিভার প্রথম প্রকাশ 'দেবদাস'। উপন্যাসটি প্রেমমূলক। কৌলীন্য ও বিত্তের গর্বে, অভিভাবকদের অহমিকায় দেবদাস ও পার্বতীর গভীর অনুরাগের রঙিন মুহূর্তগুলি এখানে পরিণতির পূর্বেই ব্যর্থতায় সমাপ্ত। পার্বতীকে না পেয়ে বিরহী দেবদাস হল মদ্যপ, বিপথগামী। গণিকা চন্দ্রমুখী তার প্রেমে ও সেবায় নিজেকে নিঃশেষ করেও দেবদাসকে অবক্ষয়ের বিকার থেকে বাঁচাতে পারল না। দুটি জীবন নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রচলিত ধারণার বিপক্ষে এখানেই প্রথম সমাজ-সমালোচনার সুর শোনা যায়। এই সুর 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ' এবং 'শ্রীকান্তে' আরও সোচ্চার হয়েছে প্রবলভাবে । 'চরিত্রহীন' সমাজনীতির পট ভূমিকায় ব্যক্তিচরিত্রের জীবনবাসনা ও নীতিবোধের দ্বন্দ্বের চিত্র। মানুষের চরিত্রে আছে দুটি সত্তা;স্বাধীন, আর এক পারিপার্শ্বিক সমাজনীতির অধীন। এই দুই সত্তার সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে গড়ে ওঠে জীবন ও চরিত্র। শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসে মানবচরিত্রের এই দুই সত্তার দ্বন্দ্বময় স্বরূপ প্রকাশ করেছেন, দেখিয়েছেন মানবচরিত্রের আলোচনা বা বিচার আর কোন একটি দিকের দ্বারা সম্পূর্ণ হতে পারে না। যে মানুষ এই দুই দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে সে-ই এই সংসারে যথার্থ চরিত্রবান, যে পারে না তাকেই আমরা বলি 'চরিত্রহীন'। এই সামঞ্জস্য বিধানে ব্যর্থ ব্যতিক্রমী চরিত্রই এই উপন্যাসে কিরণময়ী। সে যেমন রূপবতী, তেমন প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সতীশের কাছে তার সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা, সনাতন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা এবং মোহমুক্তভাবে সমাজ-সমালোচনা এই উপন্যাসের অনন্য ফলশ্রুতি। মহিম ও সুরেশের আকর্ষণে পথভ্রান্ত অচলার ভারসাম্যহীন জীবনের পরিচয় 'গৃহদাহে' অভিব্যক্ত। আবেগের তীব্রতা, নারীর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পাপপুণ্য, নীতিবোধ, সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তের প্রকাশে নারী-মনের সুগভীর মনস্তত্ত্ব এখানে বিবৃত। 'শ্রীকান্ত' লেখকের অনন্য জীবন-বিন্যাস ও সুগভীর চিন্তার ফসল ।এখানে অন্নদাদিদি, নিরুদিদি, ইন্দ্রনাথ, নতুনদা, ব্রজানন্দ, অভয়া ইত্যাদি বিচিত্র চরিত্রের পাশে শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী এবং কমললতার কাহিনী অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে । একদিকে সমাজ-সমস্যা ও নীতি-দুর্নীতির উপস্থাপনায় এই উপন্যাস 'ট্র্যাজিক' রূপে স্বীকৃত, অন্যদিকে স্মৃতিচারণার সুরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রকাশে 'আত্মজীবনীমূলক' উপন্যাসের লক্ষণ সুস্পষ্ট ।

শরৎচন্দ্রে শেষ পর্যায়ের রচনাগুলি মুখ্যত বিতর্কমূলক। হৃদয়ধর্মের পরিবর্তে মননবৃত্তি বিশেষভাবে চোখে পড়ে 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'শেষের পরিচয়' প্রভৃতি উপন্যাসে। পথের দাবীতে সব্যসাচীর বিপ্লবী জীবনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় এক সময় সারা দেশ তোলপাড় করেছিল। শেষ প্রশ্ন ও শেষের পরিচয়ে কমলের মুখে বাচাতুর্য, ক্ষণ-আনন্দদায়ী জীবন সম্পর্কে তার মতামত একসময় বাংলাদেশে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। তার বাক্‌শক্তির আঘাতে অক্ষয়ের হীনমন্যতা, বিলেত ফেরৎ আশুবাবু এবং ইঞ্জিনিয়ার অজিতের নতিস্বীকার দেখে অনেকেই কমলকে 'বিদ্রোহিণী' বা নারী-স্বাধীনতার প্রবক্তা ভেবেছিলেন। শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি অসমাপ্ত। মাত্র পনেরোটি পরিচ্ছেদের তিনি রচয়িতা, বাকী ছাব্বিশ পরিচ্ছেদ লিখে তার স্নেহধন্য সুলেখিকা রাধারাণী দেবী উপন্যাসটি সমাপ্ত করেন। এই উপন্যাসেও শরৎচন্দ্র সবিতা চরিত্রের মাধ্যমে বিবাহিতা নারীর সতীত্ব-প্রেম ও দেহবাসনার দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের লেখার সার্থকতা ও মহত্ত্ব এইখানেই তিনি মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিলেন, শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এইখানেই তিনি সত্যের শক্তিকে ধারণ করতে পেরেছিলেন। সত্যের শক্তিকে অসংখ্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছেন। সবশেষে বলতে হয় সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষায়, তএকাধারে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ লেখক, আদর্শ দেশপ্রেমিক ও সর্বোপরি আদর্শ মানব।দ মানব সমাজের বিশেষ করে পল্লী সমাজের দুঃখ বেদনা, অসঙ্গতি , কুসংস্কার শরৎচন্দ্রের মত এত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা আর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি আজ অবধি ।

৪ দিন ধরে নিখোঁজ, ভদ্রেশ্বরে নাবালকের মৃতদেহ পাওয়া গেল জুটমিলের সেপটিক ট্যাঙ্কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চারদিন ধরে নিখোঁজ। প্রতিবেশী থেকে বন্ধু-বান্ধব সকলের বাড়িতেই খোঁজাখুঁজি চলছিল। কারণ বাড়ির ছেলের খোঁজ মিলছিল না। এরপর রবিবার জুটমিলের ভিতরে অবস্থিত সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে নাবালকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো।

গত ১৬ জানুয়ারি নিখোঁজ ছিল কেবিএম রোডের বাসিন্দা মহম্মদ মুক্তারের ছেলে মহম্মদ রেহান। পুলিশে নিখোঁজ ডায়েরি হয়। টানা খোঁজাখুঁজি

চলছিল। এরপর এদিন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায় জুটমিলের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। স্থানীয় আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরুণ মিশ্র সহ প্রতিবেশীরা থানায় নিয়ে যায় নাবালকের বাবাকে। দেহ শনাক্ত করেন তিনি। কীভাবে মৃত্যু জানতে দেহের ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, রেহান ওইদিন বিকালে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায়। তিন বন্ধু ছিল সঙ্গে। তাদের জিজ্ঞাসা করায় তারা প্রথমে কিছু না জানালেও পরে জানায় ইলেকট্রিক শক খেয়ে পড়ে গিয়েছিল রেহান। এই ঘটনায় চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি জানান, 'কিশোর নিখোঁজ ছিল। কী হয়েছিল তা জানতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, 'আমরা খবর পেলাম একটা বডি পাওয়া গিয়েছে সেপটিক ট্যাঙ্কে। তারপর খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারা এসে দেহ উদ্ধার করে।'

বচসা থেকে ভাইকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপ দাদার, মৃত ১, জখম ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সামান্য পারিবারিক ঘটনাকে ঘিরে নৃশংসভাবে ভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার পুখুরিয়া থানার ঘাসিনগর এলাকায়। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন মৃতের স্ত্রী। তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিক্যাল কলেজে। এই ঘটনায় মৃতের স্ত্রী দেবী সরকার হামলাকারী ভাসুর কমল সরকারের বিরুদ্ধে পুকুরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত। তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম দীপঙ্কর সরকার (২৫)। এদিন সকালে আমের শুকনো ডালপাতা বাড়িতে জড়ো করেছিলেন দীপঙ্কর এবং তার স্ত্রী দেবী সরকার। কিন্তু বাড়িতে নোংরা হচ্ছে বলে ঝগড়া শুরু করে দাদা কমল সরকার। দুই ভাইয়ের গোলমাল থামাতে যায় গৃহবধূ দেবী সরকার তখনই বড় ভাসুর ভাইয়ের বউকে মারধর করে স্ত্রীকে মারের হাত থেকে বাঁচাতে রুখে দাঁড়াই দীপঙ্কর তখনই তাকে ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কুপিয়ে খুন করে, দাদা কমল সরকার বলে অভিযোগ। খুনের ঘটনার পর জানাজানি হতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত কমল সরকারকে ধরার জন্য ধাওয়া করলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় সে। পরে তদন্তে ওই এলাকায় পৌঁছয় পুখুরিয়া থানার পুলিশ।

মৃতের এক মামা দুলাল মণ্ডল জানিয়েছেন, রক্তাক্ত অবস্থায় দীপঙ্করকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন মৃত্যু হয় তার। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: চলতি মাসের গত ১১ তারিখ থেকে নিখোঁজ কাঁকসার পানাগড় গ্রামের বাসিন্দা কৃষান বাগদি। ৩০ বছর বয়সি ওই যুবকের বাড়ি কাঁকসার পানাগড় গ্রামে। এছাড়াও আনন্দপুর গ্রামেও তার একটি বাড়ি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পেশায় রাজমিস্ত্রি ওই যুবক গত জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। এই বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে কাঁকসা থানায় নিখোঁজ হওয়ার লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও তার কোনও খোঁজ সন্ধান পাওয়া যায়নি। রবিবার ফের পরিবারের সদস্যরা কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাড়িতে একমাত্র রোজগেরে কৃষান। হঠাৎ করে তার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন দুশ্চিন্তায় পড়েছে পরিবার। অন্যদিকে আর্থিক অনটন দেখা দিয়েছে পরিবারে। তাই তার সন্ধান কতদূর এগোল সেই বিষয়ে ফের কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন নিখোঁজ হওয়া যুবকের স্ত্রী ও মা।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেট বাঁকুড়া নিকট, পিন - ৭২২ ১০১, পব

বাঁকুড়া রিজিওনের জন্য বিজনেস করেসপন্ডেন্ট সুপারভাইজার নিয়োগ

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া,বাঁকুড়া রিজিওনাল অফিস বার্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে বিজনেস করেসপন্ডেন্ট সুপারভাইজার পদের জন্য যুবক প্রার্থী/অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী চাইছে।
আবেদনের ফর্ম, পারিশ্রমিক, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট https://www.centralbankofindia.co.in সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।
উল্লিখিত ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন।
আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ এবং সময় : ৩০.০১.২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
রিজিওনাল হেড, রিজিওনাল অফিস, বাঁকুড়া

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম উঠল কাঁকসার মাধবমাঠের আয়ুশ মণ্ডলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বয়স মাত্র ২ বছর ৩ মাস। এরই মধ্যে গড়গড় করে বলে দিচ্ছে মাসের নাম, জায়গার নাম, সপ্তাহের সাত দিন, ১ থেকে ১০০, ফলের নাম তার রং, মাছ দেখে কি মাছ তা বলতে পারে, ১২টা রং চিনতে পারে ও কি রং তা বলতে পারে, শরীরের ৫টি অঙ্গের নাম বলতে পারে, ৬ টি ঋতু, ইংরেজি শব্দের ৫টি ভাওয়েল কি তা বলতে পারে, সপ্তাহে কটি দিন সমস্ত কিছু। কাঁকসা মাধবমাঠে মামার বাড়ি। সেখানেই ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা আয়ুশ মণ্ডলের। উচ্চারণ এখনো তার স্পষ্ট হয়নি। তোতলা উচ্চারণে বিরল প্রতিভা সম্পন্ন আয়ুশের মুখ থেকে এই সমস্ত কিছু শুনতে সাহা বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন গ্রামের মানুষ। আয়ুশের মা মানসি সাহা মণ্ডল জানিয়েছেন, আয়ুশ বড় হওয়ার সঙ্গে তার মধ্যে অদ্ভুত আচরণ দেখা যায়। তার এক ভাইজিকে পড়ানোর সময় সেই পড়া মন দিয়ে সে শুনত। ছোট বয়সেই তাকে যখন বাচ্ছাদের রঙিন বই খুলে সেখানো হত তখন দেখা যেত সে সব কিছুই আগে থেকে বলে দিচ্ছে। নিত্যদিন তার হাজারো জিজ্ঞাসা। প্রশ্নের উত্তরে দিতে তার ও পরিবারের সকলকে হিমশিম খেতে হয়। তার এই প্রতিভা দেখে হতবাক হয়ে পড়েন পরিবারের সকলে। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনা করার পরেই তারা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর এই বিষয়ে তাদের যা নির্দেশ দেওয়া হয় সেই মতো তারা অনলাইনে আবেদন করার পরেই শনিবার বাড়িতে এসে পৌঁছয় আয়ুশের মেডেল, সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য সামগ্রী। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে পরিবার। আয়ুশের দাদু নিমাই চন্দ্র সাহা ও দিদা রিনা সাহা জানিয়েছেন, নাতির এই বিরল প্রতিভা দেখার পর ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে তার সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর থেকেই তাকে নিয়ে গর্বিত তারা।

খাদ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত সৈনিক রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের মানবিক রূপ দেখল হাড়োয়ার মানুষ। রবিবার দুপুরে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ মিনাখাঁ একটি অনুষ্ঠানে যাবার সময় রাস্তায় এক আহত ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখেন। গুরুতর এক জখম ব্যক্তিকে হাড়োয়ার জিরানগাছ এলাকার রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তিনি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে থাকা জখম ব্যক্তির কাছে তিনি যান। এলাকার মানুষজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেই সময়। খাদ্যমন্ত্রী এলাকার মানুষজনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারেন ওই ব্যক্তি ভ্যান চালক। একটি লরি তাকে ধাক্কা মারায় তিনি আহত হয়েছেন। কেউ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। ওই জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে অটোতে স্থানীয় জিরানগাছ হাসপাতালে পাঠান। রথীনবাবুর সঙ্গে ছিলেন মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ।

শুরু হল উচালন উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ণময় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুরু হল এ বছরের উচালন উৎসব। ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই উৎসব চলবে আগামী ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। রবিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে এই মেলার ও উৎসবের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, গোঘাট বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক মানস মজুমদার সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকদিন বিকেল ৩টে থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। এদিন উৎসবের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দু'হাজার মানুষকে শীতের উপহার হিসেবে শাল তুলে দেওয়া হয়।

এটিএম উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এলাকার মানুষের সুবিধার্থে পানাগড় স্টেশন সংলগ্ন ট্যাক্সি তলায় একটি এটিএম এর উদ্বোধন হল রবিবার। এলাকায় হিটাচি কোম্পানির এটিএম উদ্বোধন হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ। এলাকার এক প্রবীণ

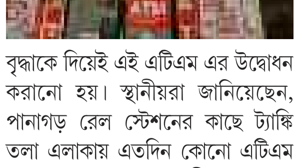

বৃদ্ধাকে দিয়েই এই এটিএম এর উদ্বোধন করানো হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, পানাগড় রেল স্টেশনের কাছে ট্যাক্সি তলা এলাকায় এতদিন কোনো এটিএম না থাকায় অনেক রেল যাত্রী ও এলাকার মানুষকে দূরে যেতে হত টাকা তুলতে। এটিএমটি উদ্বোধন হওয়ায় এলাকার মানুষের অনেক সুবিধা হল। এই এটিএম এর বিশেষত্ব হল এই এটিএম থেকে যে কোনও ব্যাংকের টাকা তোলা ও জমা দেওয়া যাবে। একই সঙ্গে ইউপিআই এর মাধ্যমে টাকা তোলা ও জমা দেওয়ারও সুবিধা পাওয়া যাবে।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা
২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স স্ক্যানিয়া বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U24239WB2005PTC104482) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ওয়েস্ট উইন্ড, ফ্ল্যাট নং ১০সি, ব্লক নং ০৬ রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৮৪ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কটক অধিক্ষেত্র অধীন ''ওড়িশা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
স্ক্যানিয়া বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড
উৎকর্ষ গাদোদিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৬২৮৮০২

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ (৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স লেক্ট্রোড্রায়ার ট্রেডার্স প্রা. লি. (CIN : U51109WB1995PTC070188) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস ওয়েস্ট উইন্ড, ফ্ল্যাট নং ১০সি, ব্লক নং ০৬ রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৮৪ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কটক অধিক্ষেত্র অধীন ''ওড়িশা রাজ্যে'' কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে ওড়িশা রাজ্যে পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

আবেদনকারীর পক্ষে
লেক্ট্রোড্রায়ার ট্রেডার্স প্রা. লি.
উৎকর্ষ গাদোদিয়া
(ডিরেক্টর)
ডিন-০০৬২৮৮০২

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মালিকা এমব্রয়ডারি অ্যান্ড টেক্সটাইল ইন্ডিয়া লিমিটেড, (**CIN : U17303WB1999PLC090525**) রেজিস্টার্ড অফিস : ২০০বি/২ পিকনিক গার্ডেন রোড, নিউ তিলজলা পোস্ট অফিসের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৩৯ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **৩০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে ''রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

২০০বি/২ পিকনিক গার্ডেন রোড, নিউ তিলজলা পোস্ট অফিসের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৩৯

আবেদনকারীর পক্ষে
মালিকা এমব্রয়ডারি অ্যান্ড টেক্সটাইল ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বা/-
মধু খৈতান
ডিরেক্টর
ডিন : ০১৮৮১৭২৯

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মালিকা এমব্রয়ডার লিমিটেড, (**CIN : U17291WB1999PLC089103**) রেজিস্টার্ড অফিস : ৩ কুইনস পার্ক, কলকাতা - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **২৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত পরিবর্তন/অবস্থান কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে ''রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

৩ কুইনস পার্ক, কলকাতা - ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

আবেদনকারীর পক্ষে
মালিকা এমব্রয়ডার লিমিটেড
স্বা/-
মধু খৈতান
ডিরেক্টর
ডিন : ০১৮৮১৭২৯

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

ECOLINE EXIM LIMITED

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name "Ecoline Exim Private Limited" on July 12, 2008 under the provisions of the Companies Act, 1956 with the Deputy Registrar of Companies, West Bengal with CIN: U51900WB2008PTC127429. Subsequently, our Company was converted into a Public Limited Company vide Special Resolution passed by the Shareholders at the Extraordinary General Meeting, held on July 01, 2024 and consequently the name of our Company was changed from "Ecoline Exim Private Limited" to "Ecoline Exim Limited" vide a fresh certificate of incorporation dated July 26, 2024, issued by the Assistant Registrar of Companies, Central Processing Centre bearing CIN: U51900WB2008PLC127429. For further details please refer to chapter titled ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 154 of this Draft Red Herring Prospectus.

(Please scan this QR Code to view the DRHP)

Registered Office: 8, G.C. Ghosh Road, Kolkata, West Bengal, India, 700048
Tel No: +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; **Website:** https://ecoline.net.in/;
Contact Person: Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer; **CIN:** U51900WB2008PLC127429

OUR PROMOTERS: SUDARSHAN SARAOGI, SAURABH SARAOGI, SHRADHA SARAOGI, GUNJAL SARAOGI, SL COMMERCIAL PRIVATE LIMITED

"THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE")."

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF 57,21,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ECOLINE EXIM LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS ("PUBLIC OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF 46,41,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF 10,80,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS ("OFFER FOR SALE") AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SUDARSHAN SARAOGI; 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY SAURABH SARAOGI; 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY SHRADHA SARAOGI , 1,65,000 EQUITY SHARES AGGREGATING ₹ [●] LAKHS BY GUNJAL SARAOGI AND 2,50,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS BY S.L. COMMERCIAL PRIVATE LIMITED (COLLECTIVELY REFFERD AS "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS") OUT OF WHICH [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ [●] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION") AND UPTO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹[●] LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (AS DEFINED HEREINAFTER) (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY MAY, IN CONSULTATION WITH THE BRLM, OFFER A DISCOUNT EQUIVALENT OF ₹[●] PER EQUITY SHARE TO THE ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE PUBLIC OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION AND EMPLOYEE RESERVATION PORTION I.E. OFFER OF [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ [●] LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE PUBLIC OFFER AND NET OFFER WILL CONSTITUTE [●]% AND [●] % RESPECTIVELY OF THE POST- OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF UP TO 2,25,000 EQUITY SHARES FOR CASH CONSIDERATION ("PRE-IPO PLACEMENT") PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGER. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS UNDERTAKEN, THE NUMBER OF EQUITY SHARES ISSUED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT SHALL BE REDUCED FROM THE OFFER, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED ("SCRR").

THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLM AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER) AND ALL EDITION OF [●] (A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER, AND KOLKATA EDITION OF [●], A REGIONAL NEWSPAPER OF KOLKATA WHERE OUR REGISTERED OFFICE IS LOCATED), AT LEAST TWO WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE SME PLATFORM OF NSE ("NSE EMERGE") FOR THE PURPOSES OF UPLOADING ON THEIR WEBSITE.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period shall be extended for at least three additional Working Days after such revision of the Price Band, subject to the total Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company, for reasons to be recorded in writing extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band, and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges by issuing a press release and also by indicating the change on the website of the BRLM and at the terminals of the Members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and Sponsor Bank.

The Offer is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Offer shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size between ₹ 2 lakhs up to ₹ 10 lakhs and two-thirds of the Non-Institutional Portion shall be reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and under-subscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion may be allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For details, see ***"Offer Procedure"*** beginning on page 289 of this Draft Red Herring Prospectus.

This public announcement is being made in compliance with additional eligibility criteria for in principle approval for listing on NSE EMERGE in accordance with press release dt 18/12/24 of 208th SEBI Board meeting on "Review of SME framework under SEBI (ICDR) Regulations, 2018, to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Draft Red Herring Prospectus on January 17, 2025. The Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge shall be made public, for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of filing, by hosting it on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer, on the website of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company https://ecoline.net.in/. Our Company invites public to give comments on the Draft Red Herring Prospectus filed with NSE Emerge with respect to disclosures made in the Draft Red Herring Prospectus. The public is requested to send a copy of the comments to the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by our Company and/or the Company Secretary & Compliance Officer of our Company, and/or to the BRLM in relation to the offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforementioned date of filing of the Draft Red Herring Prospectus with NSE Emerge.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Offer, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to ***"Risk Factors"*** on page 35 of the Draft Red Herring Prospectus.

Any decision to invest in the equity shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such Red Herring Prospectus as there may be material changes in the Red Herring Prospectus from the DRHP. The equity shares, when offered through the Red Herring Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of NSE (***"NSE Emerge"***). For details of the share capital and capital structure of our Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of our Company, see "Capital Structure" beginning on page 74 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in our Memorandum of Association, see ***"History and Corporate Structure"*** beginning on page 154 of this Draft Red Herring Prospectus.

The BRLM associated with the Offer has handled 61 Public Issues in the past three financial years, out of which 1 issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date:

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	59	1

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE

HEM SECURITIES LIMITED
Address: 904, A Wing, Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Lower Parel, Mumbai-400013, Maharashtra, India
Tel. No.: +91- 22- 49060000; **Email:** ib@hemsecurities.com
Investor Grievance Email: redressal@hemsecurities.com; **Website:** www.hemsecurities.com
Contact Person: Roshni Lahoti ; **SEBI Registration No.** INM000010981

REGISTRAR TO THE ISSUE

MUFG INTIME INDIA PRIVATE LIMITED
(Formerly known as Link Intime India Private Limited)
C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli, (West), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India
Tel. No.: +91 810 811 4949;
Investor Grievance Email: ecolineexim.smeipo@linkintime.co.in
Website: www.linkintime.co.in ; **Contact Person:** Shanti Gopal Krishnan
SEBI Registration No.: INR000004058

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER

Sonum Jain, Company Secretary & Compliance Officer, **Tel No:** +91-89101-00252; **E-mail:** cs@ecoline.net.in; Website: https://ecoline.net.in/

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

For Ecoline Exim Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sonum Jain
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: January 18, 2025

Disclaimer: : Ecoline Exim Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP on January 17, 2025. The DRHP is available on the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents#sme_offer and is available on the websites of the BRLM at www.hemsecurities.com and also on the website of the Company https://ecoline.net.in/. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled ***"Risk Factors"*** beginning on page 35 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ধরনা অবস্থানে বরখাস্ত জুনিয়র ডাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহারের দাবিতে শনিবার রাত থেকে ধরনা অবস্থান শুরু করেছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের বরখাস্ত হওয়া জুনিয়র ডাক্তাররা। পোস্টার প্ল্যাকার্ড নিয়ে মেঝের ওপর আসন পেতে কম্বল জড়িয়ে ধরনায় বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারদের একটি অংশ। অন্যান্য জুনিয়র ও সিনিয়র চিকিৎসকরা হাসপাতালে কাজ করছেন। তাই, চিকিৎসা পরিষেবার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে না। আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা জানিয়েছেন, আমরা সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে ধরনায় বসেছি। কর্মবিরতি করছি না। সিআইডি তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার পর স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আরও একজনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই ৭ জন জুনিয়র ডাক্তার ও ৬ জন সিনিয়র ডাক্তার নিয়ে মোট ১৩ জন সাসপেন্ড হয়েছেন। সিআইডির পক্ষ থেকে এই ১৩ জনের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত মৃত্যুর অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তারপর থেকেই প্রবল চাপে রয়েছেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের এই অংশের জুনিয়র ও

সিনিয়র চিকিৎসকরা। এই পরিস্থিতিতে জুনিয়র চিকিৎসকরা তাদের উপর থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানিয়ে শনিবার রাতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের মাধ্যমে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কাউন্সিল সহ বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছেন। এরপর রাত দশটা থেকে সেই দাবিতে মেডিক্যাল কলেজের সামনে ধরনা অবস্থান শুরু করছেন তারা।

রবিবার দুপুরে হাসপাতালে গিয়ে দেখা গেল, মেঝের ওপর আসন বিছিয়ে ২০ জন জুনিয়র ডাক্তার ধরনা অবস্থানে বসেছেন। নিজেদের দাবিতে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মাঝেমধ্যেই স্লোগান দিচ্ছেন। সেখানে সংবাদ মাধ্যম এবং দরজার বাইরে রয়েছে পুলিশবাহিনী। আন্দোলনরত এই জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি, এই কাণ্ডে জুনিয়র ডাক্তাররা কোনওভাবেই দোষী হতে পারে না। ওষুধের ত্রুটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে এই সাসপেন্ড করাটা অন্যায়। আমরা রোগীদের ভালো করার চেষ্টা করেছিলাম। তাই যতক্ষণ না আমাদের ওপর অন্যায় ভাবে করা সাসপেনশন প্রত্যাহার হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের এই আন্দোলন চলবে। তবে আমরা কর্মবিরতি সেভাবে করছি না। অনেকেই কাজ করছেন। সিনিয়র চিকিৎসকরাও কাজের মধ্যেই রয়েছেন। জরুরি প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে গিয়ে তাদের সহযোগিতা করব। রবিবার ছুটির দিন হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ থাকলেও ইমার্জেন্সি পরিষেবা সহ সমস্ত পরিষেবা স্বাভাবিক ছিল। ফলে, রোগীরা সারাদিনই স্বাভাবিক পরিষেবা পেয়েছেন।

অবৈধ সম্পর্কের জের, স্ত্রীকে খুন করে আদালতে আত্মসমর্পণ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে ভোরবেলা নিজের বাড়িতে স্ত্রীকে খুন করে সোজা থানায় পৌঁছে গেলেন স্বামী। স্বামী নিজেই থানায় ধরা দিয়ে বললেন, স্ত্রীকে খুন করেছি। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আরামবাগের সালেপুরের দাস পাড়া এলাকায়। আবার নিজের মুখে স্বীকারোক্তি শুনে হতবাক পুলিশ কর্তাও। বিশ্বাস না হওয়ায় বাড়িতে পুলিশ যায়। গিয়ে দেখে সত্যিই গৃহবধূর নিথর দেহ পড়ে আছে ঘরেতেই। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। জানা গেছে, ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা রণজিৎ দাস। তাঁর বিয়ে হয় প্রায় প্রায় ১৫ বছর আগে। তার দুই সন্তানও আছে। রণজিৎ দাসের মায়ের অভিযোগ, ওর স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। প্রায় অশান্তি হত। ছেলে সোনার কাজ করে। বাড়িতে ছেলের সঙ্গে বউমার অশান্তি হয়েছিল। তারপর তাকে রাতে খুন করে ছেলে ভোর বেলা আরামবাগ থানায় চলে যায় ও নিজেই ধরা

দেয়। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকা জুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ এসে গৃহবধূর দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম মিঠু দাস (৩২)। মৃত গৃহবধূর নাবালক বড় সন্তান জানিয়েছে, মায়ের সঙ্গে বাবার ঝগড়া হয়েছিল রাতে। তারপর আর কিছু জানি না। এর পরেই সকালে দেখি মায়ের দেহ পড়ে আছে ঘরেতেই। আর বাবাও নেই। এদিকে মৃতার বাবা গুরুপদ নন্দী বলেন, আমি কিছুই জানি না। মেয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিন কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশই জানায় যে আমার মেয়েকে নাকি খুন করেছে জামাই। ওর এর আগেও এক বার বিয়ে হয়। রেজিস্ট্রি করে বিবাহ হয়। ১৬ বছর আগে গোঘাটের তন্ময় চ্যাটার্জীর সঙ্গে প্রথম বিবাহ। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায় দিল্লি। সেখান থেকে বাবা ফিরিয়ে আনেন। তারপর আবার পালিয়ে যায়। প্রথম পক্ষের স্বামী দুর্ঘটনায় মারা যায় বলে জানা গেছে। মৃত গৃহবধূর বাবা গুরুপদ নন্দী আরও বলেন, আমার মেয়ের প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে আছে। ক্লাস নাইনে পড়ছে। ১২ - ১৩ বছর ধরে আমার মেয়ের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় আরামবাগ জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং পুলিশ সমস্ত বিষয় নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রখ্যাত সুরকার, গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে 'শতবর্ষে শত কণ্ঠে শত গান' শীর্ষক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল সিউড়ি সিধু কানু মুক্তমঞ্চে। রবিবার সকালে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বীরভূমের জেলাশাসক তথা সংগীত শিল্পী বিধান রায়। রবিবার এই অনুষ্ঠানে সমবেত ও একক সংগীত পরিবেশন করেন অলংকার সংগীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠানে শতাধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করেন এবং সলিল চৌধুরীর ১০০ গান পরিবেশন করা হয়েছে।

সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে ইন্দ্রনীল সংগীত একাডেমির চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উদযাপিত হল শনিবার। এই উপলক্ষে আয়োজিত সংগীতানুষ্ঠানে সংগীত শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, উপস্থিত সংগীত শিল্পী ইন্দ্রনীল দত্ত।

বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় বিহার থেকে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় আরও এক পেশাদার খুনিকে বিহার থেকে গ্রেপ্তার করল মালদা পুলিশ। রবিবার জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মহম্মদ আসরার (২২)। তার বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাইসি এলাকায়। বাবলা সরকার খুনের ঘটনা দিন মূলত অপারেশনের মূল কান্ডারী ছিল ধৃত এই যুবক। বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন সূত্র থেকে পুলিশ ওই পেশাদার খুনির গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল পুলিশ। এরপর পুলিশের একটি বিশেষ টিম বিহার পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে পূর্ণিয়া জেলার বাইসি এলাকায় অভিযান চালায়। শনিবার রাতেই একটি পরিত্যক্ত ইটভাটা থেকেই ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ জানুয়ারি মালদা শহরের মহানন্দাপল্লি এলাকায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে খুন হন তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বাবলা সরকার। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার দিন অভিযুক্ত মহম্মদ আসরার দুষ্কৃতীদের নিয়ে মোটরবাইকটি চালিয়েছিল। তারপরেই খুনের ঘটনাটি ঘটে। এই মহম্মদ আসরার বাইকে বসেও মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য শূন্যে গুলি ছোড়ে বলে জানিয়েছে পুলিশ। যদিও তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার খুনের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আরো দুই দাগী অপরাধী বাবলু যাদব এবং কৃষ্ণরাজক ওরফে রোহান পলাতক রয়েছে। তাদের ধরার জন্য ইতিমধ্যে দু'লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে জেলা পুলিশ।

সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজের গতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের আওতায় চলা কাজের গতি প্রকৃতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে এলেন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রতিনিধি দল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধাদলপাড়া সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

জানা গিয়েছে, স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) প্রকল্পের আওতায় রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৩ টি গ্রাম সংসদ থেকে ১০ টি ই-কার্ট গাড়ি প্রতিদিন পচনশীল ও অপচনশীল আবর্জনা ইউনিটে নিয়ে আসছে। গোপালগঞ্জ, ডাঙ্গারহাট, মোহনাহাট, সাহাপুকুর, বড়াহার বাজার এবং কুমারগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ময়লা ও আবর্জনা নিয়ে এসে বাছাই করা হচ্ছে। এই কাজে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সক্রিয় সহযোগিতায়, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি ও রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে তিন বছরের জন্য মৌ চুক্তি করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীণ উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক মিজানুর রহমান জানান, 'পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য নতুন বছরের শুরু থেকে তিন বছরের জন্য চুক্তি করে মধ্য রামকৃষ্ণপুর গ্রামীন উন্নয়ন সমিতিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। সেই মোতাবেক আমি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর কো-অর্ডিনেটর হিসাবে কাজ শুরু করেছি। কৃষক বন্ধুদের জন্য বাজারের তুলনায় কম দামে জৈব সার সরবরাহ করতে সার তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। এই কাজের বড় ওয়ার্কশেড তৈরির জন্য কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, এ বিষয়ে কুমারগঞ্জ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, আগামী দিনে কুমারগঞ্জ ব্লকের অধীন আরো ৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অপচনশীল বর্জ্য এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে ইউনিটে নিয়ে আসা হবে এবং এখানে আরো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বসানোর ব্যবস্থা করা হবে। যাতে আগামী দিনে এই গ্রাম পঞ্চায়েত তথা কুমারগঞ্জ ব্লককে মডেল ব্লক হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

উলুবেড়িয়ায় গভীর রাতে গতির বলি ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: শনিবার গভীর রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার কালীনগর চৌরাস্তার কাছে বেপরোয়া বাইক চালিয়ে একটি দোকানে ঢুকে যাওয়ায় ঘটনায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় আরো এক যুবক অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাত বারোটা নাগাদ দ্রুতগতিতে একটি বাইকে চেপে তিন যুবক উলুবেড়িয়ার দিকে গড়চুমুকের থেকে আসছিল। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি একটি দোকানে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলে দুই যুবকের মৃত্যু হয় এবং আরো এক বাইক আরোহীকে এলাকার স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছে। মৃতদের নাম শেখ সাইদুল (২০) ও ফারুক মল্লিক (১৯)। তার একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান ছেড়ে বাড়ি ফিরছিল বলে জানা গিয়েছে।

ভুয়ো নথি কাণ্ডে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: ভুয়ো নথি কাণ্ডে এবার গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা। অভিযুক্ত বিজেপি নেতার নাম ইন্দ্রজিৎ দে। গত পুরসভা নির্বাচনে ইন্দ্রজিৎ দে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে বারাসাত পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন। শুক্রবার বারাসাত নবপল্লি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় জ্যোতির্ময় দে'কে। ওই অনুপ্রবেশকারীর পুলিশি হেপাজতের পর জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসে ইন্দ্রজিৎ দে'র নাম। যিনি জ্যোতির্ময়কে এ দেশে আসার পর পরিচয়পত্র-সহ পাসপোর্ট তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর তার হদিস পেতেই বারাসাত তরুণ সংঘ থেকে বারাসাত থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে জ্যোতির্ময় দে'কে। সূত্রের খবর, এই জ্যোতির্ময় দে'র সঙ্গে সমীর দাসের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় ভোটার আধার প্যান কার্ডের মতো যাবতীয় পরিচয় পত্র বেআইনিভাবে তৈরি করে দিতে এই বিজেপি নেতা ইন্দ্রজিৎ দে। রবিবার বারাসাত আদালতে বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ দে'র ৩ দিনের পুলিশে হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শব্দ দূষণ চলছেই, প্রশাসনের মানা সত্ত্বেও পিকনিকে ডিজের দাপট। রবিবার এমনই চিত্র সিউড়ি তসরকাটায়।

শীতের মরশুমে জানুয়ারি মাসের তৃতীয় রবিবারে পিকনিকের ঢল তসরকাটায়। আনন্দে মাতোয়ারা শিশু থেকে বয়স্ক সকলেই।

বনভোজনে দিলীপ ও নরেন, দেখা হলেও কথা হল না দু'জনের!

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বনভোজনে দিলীপ, নরেন, দেখা হল তবু কথা হল না। একই দিনে একই জায়গায় পাশাপাশি বনভোজন করল বিজেপি ও তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। নিজের নিজের দলের বনভোজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিধায়ক তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি নরেন চক্রবর্তী। বনভোজনে দূর থেকে একে অপরের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হল ঠিকই তবু কথা হল না দু'জনের।

রবিবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের তিলাবুনি জঙ্গলে পাশাপাশি বিজেপি ও তৃণমূল দলের পক্ষ থেকে পৃথকভাবে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। সেখানে দু'দলের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। বিজেপির পিকনিকে এদিন যোগ দেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি পিকনিকস্থলে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরই সেখানে উপস্থিত হন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও। দু'জনকেই নিজের দলের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে খোশমেজাজে দেখা যায়। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে দু'জনে মধ্যাহ্নভোজন করেন। পরে সেখান থেকে দিলীপবাবু ও নরেনবাবু নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। ৫০ মিটার ব্যবধানে পাশাপাশি পিকনিক তাই স্বাভাবিকভাবেই সেখানে অপরের সঙ্গে দুই নেতার দূর থেকেই দেখা হয়। কিন্তু দেখা হল তাদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। পিকনিক প্রসঙ্গে দিলীপবাবু কোনও মন্তব্য করেননি। তবে নরেনবাবু বলেন, পিকনিক মরশুমে এখানে সবাই পিকনিক করতে আসে। দিলীপবাবু আমাদের এলাকায় এসেছেন তাকে স্বাগত।

বন্ধ কারখানার ভেতরে শ্রমিক ব্যারাক থেকে উদ্ধার দুই শ্রমিকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রবিবার সকালে কাঁকসার বামুনাড়া শিল্প তালুকের একটি বেসরকারি কারখানার ভেতরে শ্রমিক ব্যারাক থেকে দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত দু'জন হল ত্রিভুবন ঠাকুর (৩৮) ও জ্ঞানী ভার্মা (৩৭)। দু'জনই উত্তরপ্রদেশে বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। জানুয়ারির মাসের আট তারিখ থেকে কারখানাটি বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে ওই কারখানার ভেতরের ব্যারাকে থাকতেন। রবিবার সকালে তাদের গ্রামের এক আত্মীয় ব্যারাকে এসে ডাকাডাকি করার পর দরজা না খোলায়, অন্যান্য শ্রমিকদের খবর দেয়। এর পর দরজা ভেঙে ঘরের ভেতরে দেখা যায় দু'জনই বিছানায় পড়ে রয়েছে। কাঁকসা থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তর জন্য পাঠায়।

শ্রমিকরা জানিয়েছেন, কারখানায় বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা আছে। শ্রমিকরা সকলেই ব্যারাকে ছিল। রাতে ঘরে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। সেই আগুনের ধোঁয়া থেকেই এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে সকলের অনুমান। দুই পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হলে তারাও উত্তরপ্রদেশ থেকে কাঁকসার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের কর্মী সমর্থকরাও আসে। তারা জানিয়েছে যতক্ষণ না ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে রিপোর্ট হাতে আসার পরই তারা কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কথা বলবেন।

কাউন্সিলরকে হুমকির অভিযোগে গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: কাউন্সিলরকে হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক। বনগাঁ পুরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে হুমকি ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের অভিযোগে এই গ্রেপ্তারি।পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম রাকেশ ঘোষ। সূত্রের খবর, শনিবার রাতে রাকেশ কাউন্সিলর এর বাড়ির উপর চড়াও হয় এবং তাকে ও তার স্বামীকে নানা ধরনের হুমকি দিতে থাকে। অভিযোগ হুমকির পাশাপাশি কাউন্সিলর ও তার স্বামীকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলেও অভিযোগ। ঘটনার পর বনগাঁ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিখা ঘোষ বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কাউন্সিলরের অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে রবিবার দুপুরে বনগাঁ আদালতে তোলা হয়।

সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমান রটারি ক্লাবের উদ্যোগে সচেতনতামূলক একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় রবিবার। যে সমস্ত প্রতিবন্ধী মানুষজন আছেন তাদের নিয়ে এই শোভাযাত্রা করা হয়। নানান রকম অনুষ্ঠান কর্মসূচির মধ্যে সমস্ত ধর্মের মানুষরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষদের সামনের সারিতে নিয়ে আসার জন্যই এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সহযোগিতা করেন বেশ কিছু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে সূচনা করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ন দাস। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ দপ্তরের সামনে থেকে বাদামতলা হয়ে কার্জন গেট হয়ে টাউন হল পর্যন্ত এই শোভাযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয়। তারপরেই বর্ধমান টাউন হল ময়দান প্রাঙ্গণে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রায় ২০০ জন প্রতিবন্ধী মানুষজন উপস্থিত ছিলেন।

হারানো মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে ফেরাল কাঁকসা থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা ব্লক সহ আশেপাশের এলাকায় গত কয়েকদিন আগে হারিয়ে যাওয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মোবাইলের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল কাঁকসা থানার পুলিশ। এদিন কাঁকসা থানা প্রাঙ্গণে ফিরে পাওয়া কর্মসূচির মাধ্যমে ৯ জনের হাতে তাদের মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা থানার আইসি, কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল-সহ পুলিশ আধিকারিকরা। হারিয়ে যাওয়া মোবাইল পুনরায় হাতে পেয়ে খুশি মোবাইলের মালিকরা। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন আগে ও জয়দেব মেলায় বেশ কিছু মানুষের মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল। কাঁকসা থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ আসার পরই তদন্ত শুরু হয়। এছাড়াও অনলাইনে প্রতারণার স্বীকার হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। খোয়া গিয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। সেই টাকাও উদ্ধার করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পাত্রী সাংসদ প্রিয়াই, ইংল্যান্ড সিরিজের পরে ঠিক হবে রিঙ্কুর বিয়ের তারিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রিঙ্কু সিংহের পাত্রী এক প্রকার নিশ্চিত। সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজকেই বিয়ে করছেন তিনি। দিন ঠিক হবে ইংল্যান্ড সিরিজের পর। এমনটাই জানাচ্ছেন প্রিয়ার পিতা তুফানি সরোজ।

ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে রিঙ্কু এখন কলকাতায়। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবেন তিনি। সেই কারণে দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুরতে হবে তাঁকে। এই সিরিজ শেষ হওয়ার পরেই তাঁর বিয়ে নিয়ে কথা শুরু হবে। তুফানি নিজেও তিন বারের সাংসদ। এখন তিনি উত্তরপ্রদেশের কেরাকটের বিধায়ক। তুফানি বলেন, শেষ বার যখন রিঙ্কুর পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছিল তা ইতিবাচক ছিল। ওদের বিয়ে নিয়ে কথা চলছে। প্রিয়া এবং রিঙ্কু একসঙ্গে বসিয়ে তারিখ ঠিক করা হবে। আগামী লোকসভা অধিবেশন এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হওয়ার পর সেটা সম্ভব হবে। তখনই বিয়ের তারিখ ঠিক করা হবে।

বৃহস্পতিবার আলিগড়ে ছিলেন তুফানি। সেখানে তিনি রিঙ্কুর বাবার সঙ্গে কথা বলেন। তুফানি বলেন, প্রিয়ার এক বন্ধুর বাবা ক্রিকেটার ছিলেন। সেই সূত্রেই রিঙ্কু এবং প্রিয়ার দেখা হয়। অনেক দিন ধরেই ওরা একে অপরকে চেনে। দুই পরিবার রাজি থাকলে ওরা বিয়ে করতে তৈরি বলে জানিয়েছিল।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী ভোলানাথ সরোজকে হারাতে কেরাকাটের বিধায়ক তুফানির কন্যা প্রিয়ার উপর বাজি ধরেছিল সমাজবাদী পার্টি। বাজি যে ভুল ধরা হয়নি তা প্রমাণ হয় নির্বাচনী ফল বেরোতেই। বিজেপির হেভিওয়েট প্রার্থীকে ধরাশায়ী করেন প্রিয়া। লোকসভা নির্বাচনে ভোলানাথকে ৩৫ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করেছিলেন প্রিয়া। প্রমাণ করেছিলেন, রাজনীতি তাঁর রক্তে। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই প্রিয়া ঢুকে পড়েন লোকসভায়। তিনি দেশের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম সাংসদ।

রিঙ্কুর উত্থান আইপিএল থেকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেন তিনি। সেই দলের হয়ে ট্রফিও জিতেছেন। দলের নির্ভরযোগ্য ফিনিশার রিঙ্কু। ইতিমধ্যেই দেশের হয়ে ৩২টি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। ২৭ বছরের রিঙ্কু টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত সদস্য। ৩০টি টি-টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে ৫০৭ রান করেছেন। গড় ৪৬.০৯। স্ট্রাইক রেট ১৬৫.১৪।

নেপালকে হারিয়ে ঘরের মাঠে খো খো তে বিশ্ব জয় ভারতের

নয়াদিল্লি: চলতি বছর খো-খো বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ভারতের মাটিতে। ঘরের মাঠে সেই সুযোগের দারুণ সদ্ব্যবহার করল ভারতের মহিলা দল। ফাইনালে ভারত পরাজিত করল প্রতিবেশী দেশ নেপালকে। ম্যাচের প্রথম টার্নেই ভারত প্রতিপক্ষ দলের থেকে ৩৪-০ পয়েন্টে এগিয়ে যায়। অবশ্য দ্বিতীয় রাউন্ডেই লড়াই ফিরে ভারতকে দারুণ টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করে নেপাল। কিন্তু তারা হার মানে প্রিয়ঙ্কা ইঙ্গলে, বৈষ্ণবী পাওয়ারদের গতির কাছে। শেষ পর্যন্ত চার রাউন্ডের লড়াই শেষে খেতাব জয় নিশ্চিত করে নেন ভারতের প্রমীলা বাহিনী।

রবিবার ম্যাচে টসে জিতে ডিফেন্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নেপাল অধিনায়ক। কিন্তু ভারতীয় খেলোয়াড়দের তীব্র গতির কাছে শুরুতেই হার মানতে থাকে নেপাল দল। দ্বিতীয় টার্নে ব্যবধান কমিয়ে দারুণ লড়াইয়ে ফিরে আসে নেপাল। কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে তৃতীয় টার্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর সেই টার্নেই দ্রুত ২৮ পয়েন্টের লিড নিয়ে নেয় ভারত। এবং এই রাউন্ডে ৭৫-২৮ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে চতুর্থ রাউন্ডে ৭৮-৪০ পয়েন্টের ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জয়ী পাকিস্তান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের তিন স্পিনার সাজিদ খান, আবরার আহমেদ এবং নোমান আলি মিলে এক টেস্টে ২০টি উইকেট তুলে নিলেন। তাঁদের দাপটেই ১২৭ রানে জিতল পাকিস্তান। মুলতানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জিততে তাদের লাগল মাত্র তিন দিন। ব্যাট হাতে প্রথম ইনিংসে ২৩০ রান তুলেছিল পাকিস্তান। ৮৪ রান করেন সাউদ শাকিল। মহম্মদ রিজওয়ান করেন ৭১ রান। দলের প্রথম চার ব্যাটারই রান পাননি। অধিনায়ক শান মাসুদ ১১ রান করেন। বাবর আজম মাত্র ৮ রান করেন। নিজেরা অল্প রানে আউট হলেও পাকিস্তানকে ম্যাচে ফিরিয়ে আনেন বোলারদের দাপটে। পাকিস্তানের তিন স্পিনার মিলে প্রথম ইনিংসে ১০ উইকেট তোলেন। সাজিদ খান নেন ৪ উইকেট। নতুন বলে তিনিই বোলিং শুরু করেছিলেন। নোমান নেন ৫ উইকেট। আবরার নেন একটি উইকেট। এক মাত্র পেসার খুরাম শাহজাদ মাত্র একটি ওভার বল করেন। তিনি কোনও উইকেট পাননি।

পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি পরিচালিত ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব

পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি পরিচালিত সংহতি ট্রফির পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া ও ক্লাবের সভ্য সদস্যরা।

কলকাতা: পূর্ব সাতগেছিয়া সংহতি পরিচালিত সংহতি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব। এই নিয়ে টানা তৃতীয়বার। আজ বড় মাঠে ফাইনালে তারা হারাল সাউথ ক্যালকাটা স্পোর্টসকে। টস জিতে ব্যাট করতে নেমে চন্দননগর ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ২৯৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অর্জুন কুমার ৩৬ বলে ৬৬ রানে অপরাজিত থাকেন। তন্ময় প্রামানিক ২৩ বলে ৬৪, শুভম দে ২১ বলে ৫৮ করেন। শৈলেশ যাদব নেন ২ উইকেট। জবাবে দীপক প্রসাদের ৪৩ বলে ১১৮ রান সত্ত্বেও সাউথ ক্যালকাটা ১৯.১ ওভারে ১৬০ রানে গুটিয়ে যায়। অখিলেশ যাদব তিনটি, রাজকুমার পাল ও ফেজান আলম নেন ২টি করে উইকেট। অর্ণব নন্দী, আকাশ দাস ও তীর্থঙ্কর ভাণ্ডারী ১টি করে উইকেট পেয়েছেন। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া।

ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

[রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার-৭১৩২১৬, ফোন : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

যেহেতু, **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং [illegible] ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ২৮.১০.২০২৪ তারিখে [illegible] **১৬,৮৪,৫২৭.০০ টাকা (ষোলো লাখ চুরাশি হাজার পাঁচশো সাতাশ টাকা) ২৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। [illegible]

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে [illegible] জামিনযুক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনযুক্ত সম্পদের বিবরণ : সমস্তরকম বন্ধককৃত জমি এবং তদস্থিত বসবাসের দোতলা ভবন এবং একতলা ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস দাগ নং ১০৫০/২৭১০ এবং ১০৫১/২৭১১, এলআর খতিয়ান নং ১৫১৯, জেএল নং ২০, লঙ্কা পাড়া লেন, হোল্ডিং নং ৭৯/১, ওয়ার্ড নং ১৯, পো : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **জমির এরিয়া :** ১৪.৫০ ডেসিমেল / ৮.৭৯ কাঠা/ ৬৩২৬.৬৪ বর্গফুট/৫৮৭.৯৮ বর্গ মিটার। চৌহদ্দি : উত্তরে : অরুণ ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণে : কানন রানি সাহার সম্পত্তি এবং লঙ্কা পাড়া বারোয়ারি, পূর্বে : লঙ্কা পাড়া লেন (পুরসবা সড়ক), পশ্চিমে : পুরসভা সড়ক।

তারিখ - ১৮.০১.২০২৫
স্থান - লঙ্কাপাড়া লেন, শান্তিপুর, নদিয়া

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারী কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি: ফের কৃষকদের দৃঢ়তার সামনে বাধ্য হয়ে নতিস্বীকার করল কেন্দ্র। পঞ্জাবের বিক্ষোভরত কৃষকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে তাঁদের কাছে গেল কেন্দ্রের এক প্রতিনিধি দল। সূত্রের খবর, কেন্দ্রের সেই প্রস্তাবে রাজি কৃষকরাও। অচলাবস্থা কাটাতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বৈঠক হতে চলেছে কেন্দ্রের।

ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি, কৃষিঋণ মকুব, পেনশন চালু করা-সহ কেন্দ্র সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন দেশের কৃষকরা। চাপ বাড়াতে গত ২৬ নভেম্বর থেকে আমরণ অনশন করছেন কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়াল। দেড় মাস পেরিয়েও অনশনে অনড় তিনি। খানাউরি সীমানায় তাঁর সমর্থনে ট্রাক্টর, ট্রলি, লরি নিয়ে এসে ভিড় করেছেন হাজার হাজার কৃষক। ওই কৃষকদের সঙ্গে শুরুতে আলোচনায় বসতেও রাজি ছিল না কেন্দ্র। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও এ নিয়ে কেন্দ্রকে তিরস্কার করে। শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তোলে কৃষকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সমস্যাটা কোথায়? আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় শনিবার খানাউরি সীমানায় ভারতের বন পরিষেবা আধিকারিক তথা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের যুগ্মসচিব প্রিয় রঞ্জনের নেতৃত্বে কেন্দ্রের একটি দল কৃষকদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখানে অনশনরত কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লেওয়ালের সঙ্গে দেখা করে বৈঠকের প্রস্তাব দেন তিনি। অচলাবস্থা কাটাতে কেন্দ্রের তরফে আগ্রহ দেখানো হয়। প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার পর কৃষক নেতা দাল্লেওয়ালও সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন।

শেয়ার বাজারে বিপুল লোকসান, আত্মহত্যার চেষ্টা কনস্টেবলের

নাগপুর, ১৯ জানুয়ারি: শেয়ার বাজারে বিপুল টাকার লোকসান হওয়ায় পুলিশ সুপারের বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা কনস্টেবলের। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ওই পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। তবে শেয়ার বাজারে লোকসানের জেরেই আত্মহত্যার চেষ্টা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫০ বছর বয়সি ওই হেড কনস্টেবলের নাম বিশাল তুমসারে। নাগপুরে পুলিশ সুপারের বাড়ির নিরাপত্তায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি। অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও ডিউটিতে ছিলেন তিনি। সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে নিজেকে গুলি করেন তিনি। সাত সকালে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। বাইরে বেরিয়ে আসেন পুলিশ সুপার হর্ষ পোদ্দার। তড়িঘড়ি আহত ওই কনস্টেবলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, শেয়ার বাজারে বিপুল লোকসান সহ্য করতে না পেরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তিনি। পুলিশ সুপার জানান, তাঁর বাড়িতে ঢোকার গেটের সামনে একটি রেজিস্টার খাতা রয়েছে। সেখান থেকে একটি নোট উদ্ধার হয়েছে। যাতে বিশাল লিখেছেন, সম্প্রতি শেয়ার বাজারে বিপুল লোকসান হয়েছে তাঁর। উল্লেখ্য, ২০২৩ সাল থেকে ঠানে গ্রামীণ পুলিশে নিযুক্ত হন হেড কনস্টেবল বিশাল তুমসারে। তার আগে স্টেট রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সেও ছিলেন তিনি। সম্প্রতি নাগপুরে হিঙ্গনা থানার অধীনে বৃন্দাবন এলাকায় পুলিশ সুপারের বাড়ির নিরাপত্তায় নিযুক্ত করা হয় বিশালকে।

আমেরিকায় বন্ধ টিকটক, অ্যাপল ও গুগলের প্লে স্টোর থেকে সরানো হল অ্যাপ

ওয়াশিংটন, ১৯ জানুয়ারি: প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার আগেই বড় ধাক্কা চিনা সংস্থা টিকটকের। রবিবার সকাল থেকে আমেরিকায় বন্ধ হয়ে গেল এই সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মটি। আগেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। এবার তা কার্যকর করল মার্কিন প্রশাসন। অ্যাপল এবং গুগলের প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে আমেরিকায় টিকটক পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার জন্য আইন পাশ করেছে সে দেশের আদালত। বলা হয়েছিল, জাতীয় নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই আইন পাশ করানো হয়। কিন্তু এই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল সংস্থাটি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখে আদালত। ফলে রবিবার সকাল থেকেই আমেরিকা জুড়ে নিষ্ক্রিয় হল টিকটক।

আমেরিকা টিকটক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৭ কোটি ছুঁইছুঁই। এদিন সকাল থেকেই ব্যবহারকারীদের মোবাইলে অ্যাপটি কালো হয়ে যায়। সঙ্গে চিনা সংস্থাটি থেকে ইউজারদের একটি মেসেজও পাঠানো হয়। তাতে লেখা ছিল, দুর্ভাগ্যবশত আপনি এখন টিকটক অ্যাপটি ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে এত বিপত্তি সত্ত্বেও আশার আলো দেখছে চিনা সংস্থাটির শীর্ষকর্তারা। কারণ ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর সোশ্যাল মিডিয়াগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা আলগা করতে পারেন। টিকটক ব্যবহারে আরও ৯০ দিন ছাড়পত্র দিতে পারে ট্রাম্পের প্রশাসন।

NIT No. SFDC/MD/NIT-18(e)/2024-25

SFDC Ltd. Invites 1 (one) no. tender from the bonafide and resourceful contractors having experience for the work 'Painting work, Construction of Soak well, fixing of floor tile and allied works at Nalban Food Park, North 24 Parganas'. Last date of (online) bid submission on **27.01.2025 upto 4.00 p.m.** and date of opening technical bid on **29.01.2025 at 4.00 p.m.** respectively. For details,please visit our website - **www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.**

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum

1) NOTICE INVITING e- QUOTATION NO: WBMAD/ULB/ BM/PW/OWN FUND/ NIQ- 07(2nd Call)/2024-2025
Memo No. 3324/PWD/BM/2024-2025
Dated : 18.01.2025

Name of the Work- 2 (Two) Nos. work- Sl. 1) Supply of Rain coat and others materials at Bolpur Municipality. Sl. 2) Procurement of Electrical Materials Under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 29.01.2025.

2) NOTICE INVITING e- TENDER NO: WBMAD/ ULB/ BM/PW/OWN FUND/NIT- 33/2024-2025
Memo No. 3323/PWD/BM/2024-2025
Dated : 18.01.2025

Name of the Work- 5 (Five) Nos. work- (Sl. 1) Beautification of Durga Mandir at Dangalikali tala under jurisdiction of Bolpur Municipality. (Sl. 2) Beautifiication of kali mandir at kalibaritala under jurisdiction of Bolpur Municiplaity. (Sl. 3) Construction of Main Gate and Repairing of Boundary Wall at Sudhamoy Primary School at Ward No.- 07 under Bolpur Municiplaity. (Sl. 4) Repairing of Mastic road potholes by Bituminius in the area of Basantitala, Ramkrishna Road and Bolpur Rail Station Platform no- 2 under the jurisdiction of Bolpur Municipality. (Sl. 5) Beautification of Laalpool Bridge under the jurisdiction of Bolpur Municipality. Last Date-of Submission **29.01.2025**. For details see Bolpur Municipality Notice Board & Website:-**www.bolpurmunicipality.org., www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. E-Tenders details are given bellow:

E-NIT No. 52/MOG-I/25, Tender ID: 2025_ZPHD_803524_1
E-NIT No. 53/MOG-I/25, Tender ID: 2025_ZPHD_803526_1

Last Date of Bid Submission: **29/01/2025 at 11:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট- হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১ । ই-মেইল- sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৮.১০.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতী দীপান্বিতা ঘোষ স্বামী-শ্রী সেনা দাস এবং শ্রী সেনা দাস পিতা-বিনয় দাস, ফ্ল্যাট নং এ, 'স্বস্তিকা আবাসন', তৃতীয় ফ্লোর, ১০৯/১, সুভাষ নগর রোড, মৌজা দিগলা, থানা দমদম, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৬৫ এবং ২১, দক্ষিণ পূর্বাচল মেইন রোড, শীতলা মন্দির, হালতু, কলকাতা ৭০০০৭৮ এবং ৮/৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, হনুমান মন্দিরের বিপরীতে, কলকাতা ৭০০০২৮ এবং টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, এমপ্লয়ী নং ২০২৮৬১৬, ডেপুট ব্রাঞ্চ টিসিএস ই-সার্ভ আইএল-কলকাতা, অ্যাকশন এরিয়া-২, নিউ টাউন, কলকাতা ৭০০১৩৫**- কে সম্বোধন করে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২৭,৩৭,৬৪৭.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ২৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তৎসহ হালনাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৮ জানুয়ারী, ২০২৫** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৭,৩৭,৬৪৭.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার ছয়শো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ২৮.১০.২০২৪ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ, চতুর্থতলে, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, লিফট সহ মার্বেল মেঝে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯২৫ বর্গফুট, ৩ বেড রুম, ১ ড্রইং/ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ভবনের অবস্থিত মৌজা : দিগলা, জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, সিএস দাগ নং ৭০৬, খতিয়ান নং ১৬৭, থানা : দম দম, এডিএসআর কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। উক্ত নির্মিত ফ্ল্যাটের জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৯ ছটাক ১৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা দিগলা,জেএল নং ১৮, আরএস নং ১৬১ তৌজি ১৭৩, আরএস দাগ নং ৭০৬, খতিয়ান নং ১৬৭, সংশোধিত খতিয়ান নং ৯৮, নতুন খতিয়ান নং ৩২৭৭, থানা দমদম, এডিএসআর কাশীপুর দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ২৪৮, সুভাষ নগর রোড, প্রেমিসেস নং ১০৯/১, সুভাষ নগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৫, দক্ষিণ দম দম পুরসভা অধীন ওয়ার্ড নং ০৬।

স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৪-২০২২,পৃষ্ঠা ৪১৬১৩৮ থেকে ৪১৬১৬৪,দলিল নং ১৯০৪০৪৭৩১ -২০২২ সালের। সম্পত্তি শ্রীমতি দীপান্বিতা ঘোষ স্বামী শ্রী সেনা দাস এবং শ্রী সেনা দাস পিতা বিনয় দাস এর নামে।

সম্পত্তির চৌহদ্দি :- উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক, **দক্ষিণে :** বিকাশ ঘোষ এবং অন্যান্যর ভবন, প্রেমিসেস নং ১৭, সুভাষ নগর বাই লেন, **পূর্বে :** প্রেমিসেস নং ১০, সুভাষ নগর বাই লেন এবং ১৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং শুক্লা দাসের ভবন, প্রেমিসেস নং ১২১/৩, সুভাষ নগর রোড; **পশ্চিমে :** শ্রী বসন্ত কুমার রায়ের ভবন, প্রেমিসেস নং ১৪ সুভাষ নগর বাই লেন এবং শ্রী কলসী মন্ডলের ভবং প্রেমিসেস নং ৩ সুভাষ নগর বাই লেন।

তারিখ: ১৮.০১.২০২৫
স্থান: রাজারহাট

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০২.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্দ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ০৭.০২.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৭৩,৫৫,০০,০০০.০০ টাকা (তিয়াত্তর কোটি পঞ্চান্ন লাখ টাকা) ১৩.১২.২০২৪** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স সান বায়োটেকনোলজি লি. ঠিকানা** - মিলনপুর, রেহাবারি, গুয়াহাটি, আসাম, পিন - ৭৮১০০৮, **শ্রী জগদীশ সাহা** ৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **শ্রী ঘনশ্যাম সারদা,** ১৪/১, জাজড কোর্ট রোড, কলকাতা - ৭০০০২৭ **মেসার্স টি এম এক্সপোর্টস প্রা. লি.** ৩এ, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১, **মেসার্স ওয়েস্টউইন্ড মার্কেটিং প্রা. লি.** ১৯বি, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ **মেসার্স দি আগরপাড়া কোম্পানি লি.** ২১এ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **মেসার্স ওয়ার্ডলি কমার্স প্রা. লি.** ২১এ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ **মেসার্স নেলিমারলা ওভারসিজ লি.** ৩এ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭, **মেসার্স সানবায়ো অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজেস প্রা. লি.** ২১এ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তির এরিয়া নাম মেসার্স দি আগরপাড়া কোম্পানি লি.। সম্পত্তির এরিয়া পরিমাণ ৮ বিঘা,১৮ কাঠা ০৯ শতক ৩৭ বর্গফুট স্থান বিস্তারিত ১৪, ইলিয়াস রোড, আগরপাড়া, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ , দলিল অনুযায়ী নং : ১-১৬৩২ তারিখ ০৭.০৫.১৯৩৬।

সম্পত্তি ২: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ছাদের উপর ৫মতল ভবনের (এরিয়া ৪৩৩১ বর্গফুট) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৫-ডা.মেঘনাদ সাহা সরণি (পূর্বতন ১০৫ সাউদার্ন এভিনিউ),কলকাতা ৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল অনুযায়ী নং ১-১০৪০৪ তারিখ ২৯.০৬.১৯৯০।

সম্পত্তি নং ৩ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস রুম। সম্পত্তি মেসার্স ওয়ার্ডলি কমার্স প্রা লি. এর নামে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৯৯ বর্গফুট, ইউনিট নং ১৪, অবস্থিত মেজানাইন এরিয়া একতলা, এস বি টাওয়ার প্রেমিসেস নং ৩৭, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা : ৭০০০১৭, দলিল অনুযায়ী নং ১-০৬০৩৩ তারিখ ১২.০৩.২০০৩।

সম্পত্তি ১: সংরক্ষিত মূল্য **২১,৫৯,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **২,১৬,০০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**
সম্পত্তি ২: সংরক্ষিত মূল্য **১,২২,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **১২,২০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**
সম্পত্তি ৩: সংরক্ষিত মূল্য **৬৫,০০,০০০.০০ টাকা** বায়না জমা : **৬,৫০,০০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩১.০১.২০২৫ | **প্রতীকী দখলীকৃত** | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

দ্রষ্টব্য : একটি স্বত্ব মামলা ১৭৩/২০০৮, ফার্স্ট কোর্ট, বারাসত, একটি স্বত্ব মামলা ৫২২/২০১১, সিভিল জজ, সিনি. ডিভিশন ১ কোর্ট বারাসত, একটি স্বত্ব মামলা টিএস/২৬৬/২০১১, ১৩তম জজ সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা এবং একটি স্ক্রুটিনাইজেশন আবেদন টিএসএ/১৪৬/২০১৪ , ডিআরটি ৩, কলকাতা সমীপে অমীমাসিত অবস্থায় রয়েছে।

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং/বা **https://BAANKNET.com**

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে।

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI14883844
শেক্সপিয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭২৫, ওয়েবসাইট : www.idbibank.in

পরিশিষ্ট IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্দ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে অবগত করা হচ্ছে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে, যার স্বত্ব দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত পাওনাদার, অনুমোদিত অফিসার নিয়েছেন, ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.-এর পাওনা পুনরুদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ অনুযায়ী প্রদর্শিত হলো। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদির জন্য, অনুগ্রহ করে ২০.০২.২০২৫ তারিখের পরবর্তী নোটিশ দেখুন।

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ৮(৬) রুল অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ। সম্পত্তির বিবরণাদি নিলাম করা হবে।

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) স্বত্ব দখল নোটিশের তারিখ গ) ই-নিলামের তারিখ (অস্থায়ী)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী দাবিকৃত পরিমাণ
আসানসোল	শ্রী রাকেশ আগরওয়াল, শ্রী রীতেশ আগরওয়াল, শ্রীমতি পুষ্পা আগরওয়াল, শ্রী বিকাশ আগরওয়াল, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল এবং প্রয়াত শ্রী লোকনাথ আগরওয়ালের আইনি উত্তরাধিকারী।	জমির পরিমাণ ৬(ছয়) ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১১৬ সিএস প্লট নং ১৮৩৯। সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস প্লট নং ২১১৬ ,আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৪, এবং ১৬৬৫, জেএল নং ২০, মৌজা : সান্তা, থানা : হীরাপুর, জেলা : বর্ধমান, জমির পরিমাণ (১.৫) ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১৫৮, সিএস প্লট নং ১৬৫, সিএস খতিয়ান নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা, হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১) ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল , পশ্চিমবঙ্গ,। মোট জমির এরিয়া বিক্রয়কৃত ৭.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৯ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা (জি-২) বসবাসের ভবন নাম পুষ্পম নিবাস, আসানসোল পৌর নিগমের হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১)।ওর্য়া নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অম্বালিকা টাওয়ার, পশ্চিমে : লর্ডস টাওয়ার।	ক) ৩০.১২.২০২৩ খ) ১০.০১.২০২৫ গ) ২৪.০৩.২০২৫	**ক) ৩,৪০,০২,৮৭৫ টাকা** **খ) ৩৪,০০,৩০০ টাকা** গ) ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬ টাকা ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী লোনের পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া এবং ১০.০৭.২০২৩ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে পুঞ্জীভূত যৌগিক সুদ সহ ব্যয় আদায় কম হওয়া সাপেক্ষে যদি কিছু থাকে পরবর্তীতে
দুর্গাপুর	বিনায়ক সুইচগিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড, শ্রীমতি অনিতা বাজাজ, শ্রী রাহুল বাজাজ,শ্রী দীপ বাজাজ, শ্রীমতি জুহি বাজাজ	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দাখিলকৃত ১৩.১২.২০১৭। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩.৩৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ জি-৪, আনুমানিক ৫৫০০ বর্গফুট (আনুমানিক) , একটি কক্ষ টেরেসে শোরুম বৈদ্যুতিক পণ্যের এবং একটি গুদাম অবস্থিত এলআর প্লট নং ২১৩৫, ৬৮৮/৮৭৯, ৬৯১/৮৭৭, ৬৯১/৮৭৮, আরএস খতিয়ান নং ২৪৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৩০৯, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ১১৬৫,জেএলনং ৬৭, মৌজা : বেনাচিতি, থানা : দুর্গাপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, জিএমসি হোল্ডিং নং ৬/৭/১,ওয়ার্ড নং ১৯,। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গুঞ্জন বাজাজের সম্পত্তি, দক্ষিণে : দুর্গাপুর চেম্বার অব কমার্স, পূর্বে : রাজেশ্বরী বাজাজের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৩০ ফুট চওড়া সড়ক।	ক) ২৪.০১.২০২২ খ) ১৪.০১.২০২৫ গ) ২৪.০৩.২০২৫	**ক) ৩,৫৪,১১,২৫০ টাকা** **খ) ৩৫,৪২,০০০ টাকা** গ) ১,৮৫,৪২,৬৯৩.২৪ টাকা ১০.০৯.২০২১ অনুযায়ী লোনের পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া (০২৫৬৬৭৫১০০০১৮২২১) এবং ১০.০৯.২০২১ থেকে কার্যকর মতে বকেয়া ১৯,৭১,২৩৩ টাকা লোন (০২৫৬৬৭৫১০০০২০৩৭৮) ১২.১০.২০২৩ অনুযায়ী এবং ১০.০৯.২০২৩ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ ব্যয় আদায় কম হওয়া সাপেক্ষে যদি কিছু থাকে পরবর্তীতে

তারিখ : ২০.০১.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

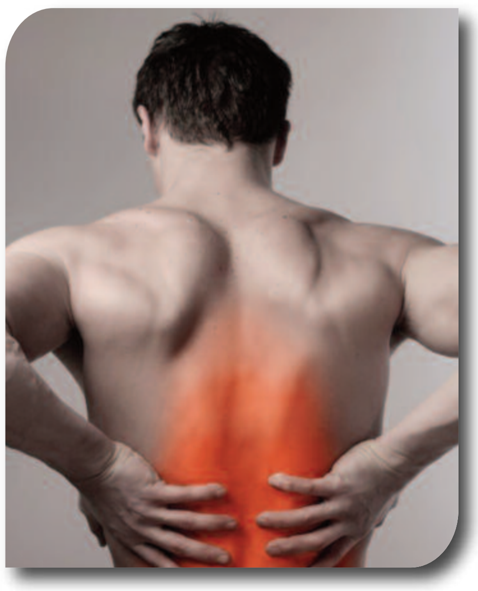

শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর উপায়

শুভাশিস বিশ্বাস

শীত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো দরকার প্রত্যেকেরই। এই সময়ের ঠাণ্ডা আবহাওয়া, সর্দি-কাশি এবং ফ্লু-এর মতো রোগের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটা যেন এক নিত্যদিনের লড়াই। তবে সামান্য খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনলেই এই সমস্যাগুলি থেকে অনেকটাই রক্ষা পাওয়া সম্ভব। তবে দুঃখজনক বা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল অনেকেই এই শীতে এমন সব খাবার খান যা উষ্ণ এবং তৃপ্তিদায়ক হতে পারে কিন্তু শরীরকে শক্তিশালী রাখার জন্য প্রয়োজনীয় যে পুষ্টি তাতে থাকা প্রয়োজন তা থাকে না। আর এই পুষ্টি না পাওয়ার কারণে ক্রমাগত ক্লান্তি, ঘন ঘন অসুস্থতা আর এই অসুস্থতা থেকে নিজেকে ফের সজীব আর সতেজ করে তুলতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। তবে খাবারে কিছু জিনিস যোগ আর কিছু জিনিস বাদ দিতে হবে নিজেকে সুস্থ রাখতে।

শীতকালে ১০ টি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী খাবার রয়েছে যা আপনার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যার মধ্যে পড়ছে

১) সাইট্রাস ফল

কমলা, আঙ্গুর, লেবু এবং ট্যানজারিনের মতো সাইট্রাস ফল ভিটামিন-সি দিয়ে পরিপূর্ণ , একটি শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শ্বেত রক্ত কোষের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চাবিকাঠি হিসেবে ধরা হয়।

২) রসুন

অ্যালিসিনের মতো সালফারযুক্ত যৌগের উচ্চ উপাদানের কারণে রসুন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত । খাবারে রসুন যুক্ত করলে শীতের মাসগুলিতে ইমিউন সিস্টেম অনেকটাই শক্তিশালী হয়।

৩) আদা

আদা শুধুমাত্র একটি সুস্বাদু মশলা নয় , এটি একটি শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারীও। এটিতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রদাহ কমাতে এবং ইমিউন ফাংশনকে সমর্থন করতে সহায়তা করে।

৪) দই

দই একটি প্রোবায়োটিক-সমৃদ্ধ খাবার যা স্বাস্থ্যকর অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমে অবদান রাখতে পারে। যেহেতু ইমিউন সিস্টেমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্ত্রে থাকে , তাই শীতকালে দই খাওয়া শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে ।

৫) পালং শাক

পালং শাক একটি সবুজ শাক যা ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এটি ভিটামিন-সি এবং বিটা-ক্যারোটিনে বিশেষত উচ্চ, যা উভয়ই একটি শক্তিশালী ইমিউন সিস্টেমের জন্য অপরিহার্য।

৬) বাদাম

বাদাম ভিটামিন-ই এর একটি বড় উৎস , একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে । এক মুঠো বাদাম ব্রেকফাস্টে বা খাবারে যোগ করা হলে তা শরীরকে এই গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি যোগাতে সাহায্য করবে।

৭) হলুদ

হলুদে রয়েছে কারকিউমিন, শক্তিশালী অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি যৌগ। যা শীতের সময় আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

৮) সবুজ চা

গ্রিন টি ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যাটেচিনের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে দেখানো হয়েছে। প্রতিদিন এক কাপ গ্রিন টি শীতের মরসুমে বহু উপকারে আসে বলেই জানাচ্ছেন ডায়াটেশিয়ানরা।

৯) বেরি

ব্লুবেরি, স্ট্রবেরি এবং রাস্পবেরির মতো বেরিগুলিতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। খাদ্যতালিকায় বিভিন্ন ধরনের বেরি যোগ করা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে একধাপে অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়।

১০) কুমড়োর বীজ

কুমড়োর বীজ হল একটি পুষ্টিকর-ঘন খাবার যাতে জিঙ্ক বেশি থাকে, এটি ইমিউন ফাংশনের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ। ডায়েটে কুমড়োর বীজ অন্তর্ভুক্ত করলে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির পর্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছেন।

আপনি কি জানেন ?

কমলালেবু, জাম্বুরা এবং ডালিমের মতো মৌসুমি ফল খাওয়া ভিটামিন সি-এর একটি সমৃদ্ধ উৎস। যা আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে এবং সাধারণ সর্দি-কাশি থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। আপনার শীতকালীন খাবারে আদা, হলুদ এবং দারুচিনির মতো উষ্ণ মশলাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা শুধুমাত্র স্বাদ বাড়ায় না বরং প্রদাহ বিরোধী এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

মিথ এবং ফ্যাক্টস

মিথ ১ — শীতকালে আপনার এত জল পান করার দরকার নেই । বাস্তবতা গ্রীষ্মের মতো শীতকালেও হাইড্রেশন গুরুত্বপূর্ণ। গরম এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে ডিহাইড্রেশন হতে পারে, তাই হাইড্রেটেড থাকার জন্য প্রচুর জল, ভেষজ চা বা স্যুপ পান করা অপরিহার্য ।

মিথ ২ — বেশি চর্বিযুক্ত আরামদায়ক খাবার খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। বাদাম, বীজ এবং অ্যাভোকাডোতে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বিগুলি

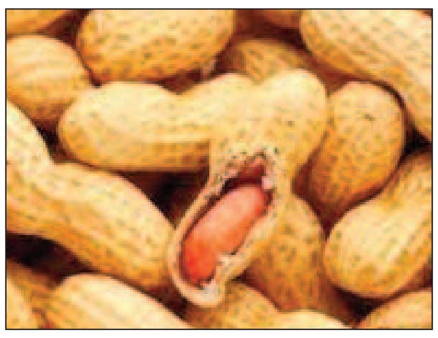

অনাক্রম্যতাকে সমর্থন করলেও, প্রক্রিয়াজাত, উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারে।

মিথ ৩ — শীতকালে আপনার তাজা সবজির প্রয়োজন নেই । আর সত্য হল তাজা, শাক-সব্জি এবং পালং শাক এবং গাজরের মতো মৌসুমি শাকসবজি শীতকালে পাওয়া যায় এবং আপনার

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ সরবরাহ করে। অর্থাৎ, এটা থেকে স্পষ্ট যে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর, সুষম খাদ্য খাওয়া অপরিহার্য, বিশেষ করে শীতকালে নানা কারণে অসুস্থত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই খাদ্যতালিকাগত সামঞ্জস্য করার মাধ্যমে, আপনি শুধুমাত্র শীতকালীন অসুস্থতা থেকে নিজেকে রক্ষা করবেন না বরং পুরো ঋতু জুড়ে আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাও বজায় রাখতে পারবেন।

অফিসে একটানা চেয়ারে বসে কাজ, পিঠ ও কোমরের ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে এই উপায়ে

পিঠ-কোমরের ব্যথায় নাজেহাল? কারণ খুঁজতে গিয়ে কি মনে পড়ছে? একাধিক কারণে পিঠে এবং কোমরে ব্যথা হতে পারে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকা এবং দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পিঠে ও কোমরে যন্ত্রণা হতে পারে। অনেকেই কর্মক্ষেত্রে ঠিকমতো চেয়ারে বসেন না। অফিসে একটানা ডেস্কে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ পিঠে, কোমরে অনেকেই ব্যথা অনুভব করেন। কেউ কেউ শুরুর দিকে একে পাত্তা দেন না। কিন্তু সেখানেই ভুলটা হয়। কোমরের ব্যথা যদি দু-তিনদিনে না সারে, সেক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া দরকার। চিকিৎসকের কাছে গেলে পিঠ, কোমরের ব্যথা কমানোর জন্য তাঁরা নানা ওষুধ দেন। আর যদি ওষুধ অবধি না যেতে চান, তা হলে কয়েকটি উপায়ে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। নিম্নে এ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১) নিয়মিত শরীরচর্চা পিঠ ও কোমরের যন্ত্রণায় অনেকেই খুব কষ্ট পান। নড়চড়াও অনেকে করতে পারেন না। চিকিৎসকদের মতে, এই সময় কষ্ট হলেও যদি সাধারণ কয়েকটি যোগাসন করা যায়, স্ট্রেচ করা যায় তা হলে আরাম পাওয়া যায়। নিয়মিত শরীরচর্চা করলে উপকার পাওয়া যাবে।

২) ঠান্ডা বা গরম সেঁক যদি কোনও চোট বা আঘাত থেকে কোমরে ব্যথা হয়, তা হলে বরফের ঠান্ডা সেঁক দিলে আরাম মেলে। রক্ত জমাট বাঁধলেও সেঁক দিলে সমস্যার সমাধান হয়। আবার গরম সেঁক দিলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে।

৩) দেহের ভঙ্গি বদল একটানা অফিসে এক জায়গায় বসে কাজ করলে পিঠ, কোমরের যন্ত্রণা তৈরি হয়। অনেকে কীভাবে ঘুমোন, সে খেয়াল রাখেন না। অনেক সময় শোয়ার ভুলেও কোমরে চাপ পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক ভাবে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। টেবিল-চেয়ারে কাজ করার সময়ও মেরুদণ্ড সোজা রাখা জরুরি।

৪) মন ভালো রাখা অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথার সঙ্গে মানসিক চাপ বা অবসাদের একটা যোগ রয়েছে। যন্ত্রণামুক্ত জীবন পেতে তাই মনের চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

৫) পর্যাপ্ত ঘুম অনেকের মনে হতে পারে, ঘুমের সঙ্গে আবার পিঠ-কোমর যন্ত্রণার কী যোগ। কিন্তু এর বিশেষ যোগ সত্যিই রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কম ঘুম হলে কোমরের ব্যথা বেড়ে যেতে পারে। সারাদিন নানা কাজের পর শরীরের বিভিন্ন পেশি, স্নায়ু ঘুমোনের সময় শিথিল হয়ে পড়ে। তাই ব্যথামুক্ত শরীর ও সুস্থ থাকতে গেলে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমোনো জরুরি।

কোলেস্টেরলের সমস্যায় জেরবার ?

এই নিয়মে মাত্র ১ মাসেই বশ করুন তাকে

শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে গেলে খুব মুশকিল। কোলেস্টেরল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে থাকে হৃদরোগের ঝুঁকি। হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক থেকে শুরু করে আরও নানা সমস্যাও দেখা যেতে পারে। একবার কোলেস্টেরল ধরা পড়লে তাকে যত দ্রুত সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সেই দ্রুতটা কত? বিশেষজ্ঞদের মতে চাইলে ১ মাসের মধ্যেও কোলেস্টেরল কমানো সম্ভব। তবে তার জন্য কেবল ওষুধ খেলেই হবে না। বদল আনতে হবে জীবনধারাতেও। মেনে চলতে হবে ৩ নিয়ম। জানেন কোন ৩ অভ্যাসের গুণে মাত্র ১ মাসে বশে আসতে পারে জেদী কোলেস্টেরল?

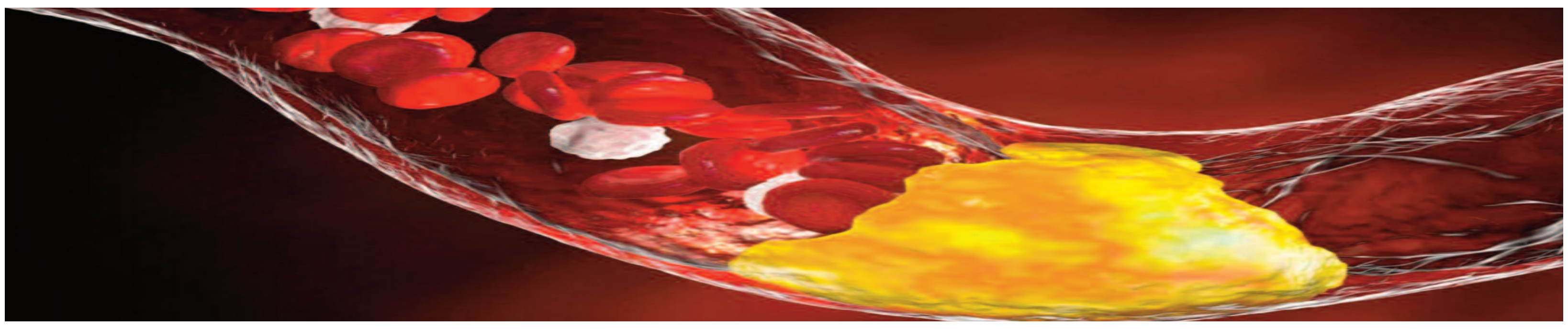

১। ডায়েট— খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সচেতন না থাকলে কোলেস্টেরলকে কমানো যাবে না। রোজের ডায়েটে ফাইবার, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রাখাটা জরুরি। ওটস, বিভিন্ন বাদাম থেকে শুরু করে ফল, শাকসবজি চিকেন, ডাল বেশি করে খান। স্যাচুরেটেড ফ্যাট ও ট্রান্স ফ্যাট এড়িয়ে চলুন। কেক, মাটন, ফাস্ট ফুড, প্রক্রিয়াজাত মাংস, প্যাকেটজাত খাবার একদম বন্ধ।

২। ওজন কমানো— মেদ না ঝরালে কোলেস্টেরলকে বাগে আনা মুশকিল। আজকাল ওবেসিটির সমস্যা ঘরে ঘরে। আর এই ওবেসিটিই হাজার এক ধরনের ক্রনিক অসুখ ডেকে আনে। দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকা, অলস জীবনযাপন ছাড়তে হবে। তবেই কোলেস্টেরল সহ একাধিক রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।

৩। শরীরচর্চা জরুরি— সপ্তাহে কমপক্ষে ৬ দিন অন্তত ৪৫ মিনিট করে শরীরচর্চা করতে হবে। যোগব্যায়াম করলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এলডিএল কোলেস্টেরল কমার পাশাপাশি এইচডিএল কোলেস্টেরল বাড়ে। কোলেস্টেরল কমাতে আপনি যে কোনও ধরনের কায়িক পরিশ্রম করতে পারেন। এতে ভাল ফল মিলবে। কোলেস্টেরলের ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি ১ মাস এই নিয়ম মেনে চলুন। ফল মিলবে হাতে না হাতে।